মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতিপুস্তকমালা
জ্ঞানগঞ্জ পুথি ২৮

ফিলিস্তিন: দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত

ফ্রান্সেসকা আলবানিজ

অধিকৃত
ফিলিস্তিনি অঞ্চলে
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি

অনুবাদে জ্ঞানগঞ্জ

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী
কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

ফিলিস্তিন দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত

From economy of occupation to economy of genocide

প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে জ্ঞানগঞ্জ ২৮ পুথি, ফিলিস্তিন দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

আমাদের কৈফিয়ত

গত সপ্তাহে, জাতিসংঘের পক্ষে সেটলার কলোনি ফিলিস্তিন বিষয়ের প্রতিনিধি ফ্রান্সেসকা আলবানিজ, বিশাল বিশাল কর্পোরেটদের লুঠেরা, সেটলার কলোনি, গণহত্যাকারী ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ডাক দিয়ে, ফিলিস্তিনে অবৈধ দখলদারি, বর্ণবাদ, গণহত্যার মত বহু কুকর্ম ঘটিয়ে আরও ধনী হওয়া ব্যক্তি আর সঙ্গঠনের জবাবদিহির আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গত মাসে প্রকাশিত নতুন এক প্রতিবেদনে গুগল, অ্যামাজন, মাইক্রোসফটের মতো বিশাল বড় প্রযুক্তি কর্পোরেটের সঙ্গে বিপুল আর্থিক, রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ৬০টিরও বেশি কোম্পানিকে ফিলিস্তিনে "ইসরায়েলের দখলদারি চালানোর অর্থনীতিকে গণহত্যার অর্থনীতিতে রূপান্তর" ঘটানোর কারিগর বলে চিহ্নিত করেছেন।

'গণহত্যায় পরিণত হওয়া দখলদারিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি'র প্রতিবেদনে ফ্রান্সেসকা আলবানিজ জানাচ্ছেন কীভাবে ফিলিস্তিন, চিরস্থায়ী দখলদারি সমর-কর্পোরেট এবং দৈত্যসম প্রযুক্তি কর্পোরেটগুলোর প্রাযুক্তি পরীক্ষার ভূমিখণ্ড হয়ে উঠেছে, এবং ফিলিস্তিনের জনগণকে গিনিপিগ বানিয়ে বিনিয়োগ কর্পোরেট, বেসরকারী-সরকারি সওদাগর কর্পোরেটরা বিপুল লাভ্যাংশের ভাগিদার হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'বহু প্রভাবশালী কর্পোরেট, ইসরায়েলের বর্ণবাদ এবং সমরবাদের অর্থনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যজালে জড়িয়ে আছে।'

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে জমা দেওয়া ২৪ পৃষ্ঠার বিস্তারিত প্রতিবেদনে অস্ত্র, প্রযুক্তি, নির্মাণ এবং জ্বালানি খাতের সাথে জড়িয়ে থাকা কয়েক ডজন ব্যক্তি আর কর্পোরেটকে সক্রিয় ঘটক ('অ্যাক্টর') হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি এই গণহত্যায় জড়িয়ে থাকার অভিযোগ এনেছেন।

গণহত্যা চালিয়ে কর্পোরেটদের বিপুল লাভকে তিনি 'হিমশৈলের চূড়া' আখ্যা দিয়ে বলছেন, গাজায় ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে তেল আবিব স্টক এক্সচেঞ্জের মূল্য ১৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; এই সব কোম্পানির বাজার মূল্য বেড়েছে ১৫৭.৯ বিলিয়ন ডলার।

ফ্রান্সেসকা আলবানিজের অভিযোগ অস্বীকার করে জেনেভায় ইসরায়েল দূতাবাস রয়টার্সকে জানিয়েছে এই প্রতিবেদন, 'আইনগত ভিত্তিহীন, মানহানিকর এবং সঙ্গঠনগুলোর অধিকারের ওপর স্পষ্ট হস্তক্ষেপ'।

আলবেনিজ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন তারা ইসরায়েলের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক, ফিলিস্তিনিদের জন্য বিপদজনক প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর সমস্ত বাণিজ্য চুক্তি, বিনিয়োগ সম্পর্ক স্থগিত করুক। আন্তর্জাতিক

আদালত এবং দেশগুলোর বিচার বিভাগগুলোর উচিত "আন্তর্জাতিক অপরাধ ঘটানো এবং সেই অপরাধ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ পাচারে তাদের ভূমিকার জন্য" কর্পোরেট এবং অন্য এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা।

জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজের এই প্রতিবেদন প্রকাশের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফিলিস্তিন ভূমিতে ইজরায়েলের সমস্ত কুকর্মের সাথী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিযুক্ত কোনো বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ঐতিহাসিক ঘটনা প্রথমবার ঘটল।

সমাজমাধ্যম X-এ জারি করা বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আমলা, কর্পোরেট কোম্পানি এবং প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার অবৈধ ও লজ্জাজনক উদ্যম নিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ, আমি তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল, আলবানিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধ প্ররোচনা সহ্য করবে না। আমরা সর্বদা আমাদের অংশীদারদের আত্মরক্ষা আর অধিকার রক্ষার পাশে থাকব।" এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ প্রতিনিধি আলবানিজের যে কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে এবং তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মাথায় রাখতে হবে আলবানিজ কিন্তু ইতালীয় মানবাধিকার কর্মী। ইওরোপিয় ইউনিয়ন আজও আমেরিকা-অনুগত। সেই জোরে রুবিও অভিযোগ করেছেন আলবেনিজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "অর্থনৈতিক যুদ্ধে" নেমেছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী কয়েক ডজন অর্থ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি নিয়ে কাজ করা আমেরিকীয় কর্পোরেট কোম্পানিকে হুমকি চিঠি লিখে চরম, ভিত্তিহীন অভিযোগ আনছেন; আন্তর্জাতিক আদালতে এই কোম্পানি ও তাদের পরিচালকদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং বিচার চালানোর সুপারিশ করছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামোর সদস্য ফ্রান্সেসকা আলবানিজের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছেন বর্তমান এবং প্রাক্তন জাতিসংঘের দূতেরা। তারা বলছেন মার্কিন যুক্ত্রাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞা বিপজ্জনক নজির তৈরি করল। মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রধান এবং বিচারবহির্ভূত, মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে জাতিসংঘের প্রাক্তন বিশেষ প্রতিনিধি অ্যাগনেস ক্যালামার্ড, সংবাদ সংস্থা মিডল ইস্ট আই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন "এই নিষেধাজ্ঞা, স্বাধীনভাবে এবং কোনও ধরণের ভয় অথবা চাপ ছাড়া কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি আন্তর্জাতিক মহল রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের দিয়েছে, সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিশেষ দূতের প্রতিবেদনে অসন্তুষ্ট হলে অন্য সরকারগুলোও এই ধরণের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে পারে।"

জাতিসংঘের বিশেষ দূত বা প্রতিনিধিরা হলেন জেনেভার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (UNHRC) নিযুক্ত স্বাধীন বিশেষজ্ঞ যারা নির্দিষ্ট মানবাধিকার সমস্যা বা দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হন। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের

অন্যতম স্পষ্ট সমালোচক আলবানিজ। এই যুদ্ধকে গণহত্যা বলেছেন। ২০ মাস ধরে ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরায়েলকে গণহত্যায় অভিযুক্ত করে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন। আন্তর্জাতিক আদালত গত নভেম্বরে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। আইসিসির প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান এবং আদালতের চার বিচারকের বিরুদ্ধেও মার্কিন প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার স্যাঙাত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তদন্ত-নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এই প্রেক্ষিতে, এই জরুরী প্রতিবেদনটির বঙ্গানুবাদ মাসিক পুঁথির আকারে আপনাদের সামনে হাজির করছে, জ্ঞানগঞ্জ চর্চাদল। ফ্রান্সেসকা আলবানিজের এই উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী প্রচেষ্টাকে আমরা সালাম জানাই।

এই ছোট্ট প্রতিবেদনে কর্পোরেটের অভিচার উন্মুক্ত করতে প্রচুর সূত্র ব্যবহার করেছেন। সে সব আমরা আমাদের অনুবাদে জুড়লাম না। মূল প্রতিবেদনের লিঙ্কটা দিয়ে রাখলাম সেখানে প্রবেশ করলেই পেয়ে যাবেন (HTTPS://WWW.UN.ORG/UNISPAL/DOCUMENT/A-HRC-59-23-FROM-ECONOMY-OF-OCCUPATION-TO-ECONOMY-OF-GENOCIDE-REPORT-SPECIAL-RAPPORTEUR-FRANCESCA-ALBANESE-PALESTINE-2025/)

ইজরায়েল-মার্কিনি কর্পোরেট জোট নিপাত যাক।

ফিলিস্তিনি জনতা মুক্তি পাক।

জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে,

অত্রি ভট্টাচার্য

১৯৬৭ থেকে দখলীকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকার সমীক্ষার বিশেষ প্রতিবেদন

ফ্রান্সেসকা আলবানিজ

সমীক্ষা সংক্ষেপ

এই প্রতিবেদনে, ১৯৬৭ সাল থেকে দখলীকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে ইজরায়েলি দখলদারদের বিস্থাপনকারী উপনিবেশিক প্রকল্পকে টিকিয়ে রাখার পিছনে কর্পোরেট সহযোগিতার ক্ষেত্রটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা এবং সরকারগুলি তাদের দায় এড়িয়ে গেলেও বহুতর কর্পোরেট সংগঠন এই অবৈধ দখলদারি এবং বর্ণবাদী গণহত্যামূলক ইজরায়েলি অর্থনীতি থেকে বিপুল লাভ করছে। এই সমীক্ষা প্রতিবেদনে যে জটিলতা উন্মোচন করা হয়েছে, সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র; কর্পোরেট সংগঠনের কার্যনির্বাহী সহ বেসরকারি কর্তৃপক্ষগুলি জবাবদিহি করতে বাধ্য না হলে এই ঘটনার অবসান দূর অবনতিও ঘটবে না। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন প্রকারে ও মাত্রায় এই সমস্ত দায়িত্বগুলিকে চিহ্নিত করে ও স্বীকার করে – যে প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুন করে আজ নিরীক্ষা এবং জবাবদিহিতার সামনে ফেলা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে, যেখানে জনতার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং অস্তিত্বই ঝুঁকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। গণহত্যা বন্ধ করার এবং যে বিশ্বব্যবস্থা এই ধরণের গণহত্যাকে অনুমোদন দেয় সেই বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে ফেলবার জন্য এই সমীক্ষা আমাদের কাছে অতীব জরুরী পদক্ষেপ।

ভূমিকা

উপনিবেশিক উদ্যম এবং তদস্বার্থে আয়োজিত গণহত্যা ঐতিহাসিকভাবেই পরিচালিত হয়েছে কর্পোরেট সঙ্গঠন বা সংস্থাগুলির হাতে। বাণিজ্যিক স্বার্থে দেশজ মানুষদের নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত করাই হল এইসব উপনিবেশিক বর্ণবাদী পুঁজিবাদ [colonial racial capitalism] নামে পরিচিত আধিপত্যবাদের প্রধান কার্যপদ্ধতি। ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইজরায়েলি উপনিবেশ স্থাপন, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এর সম্প্রসারণ এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী বর্ণবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করার পর ইজরায়েল এখন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি জনগণের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলেছে।

গাজায় অবৈধ ইজরায়েলি দখলদারি এবং তাদের চলমান গণহত্যা অভিযান টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কর্পোরেট সঙ্গঠনগুলির ভূমিকা বর্তমান তদন্ত সমীক্ষার বিষয়বস্তু, যা আরো মুখ্য ভাবে ফিলিস্তিনিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে মুছে ফেলার লক্ষ্যে ইজরায়েলি সেটলার-কলোনিয়াল বর্ণবাদের (settler-colonial twofold logic of displacement and replacement) দ্বিফলা যুক্তিকে কর্পোরেট স্বার্থ কীভাবে সমর্থন করে তার উপর আলোকপাত করে। এর মধ্যে - অস্ত্র উৎপাদক সমর সংস্থা, প্রযুক্তি সংগঠন, নির্মাণ কোম্পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা [এক্সট্রাকটিভ] এবং পরিষেবা শিল্প, ব্যাংক, পেনশন তহবিল, বীমাকারী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান – নানাতর কর্পোরেট সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনগুলি দখলকরা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য কাঠামোগত শোষণ ও হিংসা - যার মধ্যে রয়েছে দখলদারি, সম্প্রসারণ, বর্ণবাদ ও গণহত্যার অপরাধ, পাশাপাশি বৈষম্য, নির্বিচারে সম্পত্তি ধ্বংস, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, লুটপাট থেকে শুরু করে বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং অনাহারে রেখে হত্যা করার মত আনুষঙ্গিক মারাত্মক অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দীর্ঘ তালিকাকে বেমালুম অস্বীকার করেচলেছে।

যদি মানবাধিকার রক্ষার নিয়মগুলি যথাযথ পালন করা যেত, তাহলে কর্পোরেট সংগঠনগুলি অনেক আগেই ইজরায়েলি দখলদারিত্ব থেকে নিজেদের আলাদা করতে বাধ্য হত। এর বদলে ২০২৩-এর অক্টোবরের পর, কর্পোরেট সঙ্গঠনগুলি গাজা ধ্বংস করার সেই সামর অভিযান আরো বাড়িয়ে ১৯৬৭-র পরের ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে সব থেকে বেশি সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করার সমর প্রক্রিয়া এবং ইজরায়েলিদের বসানোর কাজকে এতদিন ত্বরান্বিত করে এসেছে।

দখলকরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড শোষণে কয়েক দশক ধরে কর্পোরেট যোগসাজশের

মাত্রা এবং ব্যাপ্তি সম্পূর্ণরূপে আঁচ করা অসম্ভব হলেও, বর্তমান প্রতিবেদনে সেটলার-কলোনিয়াল দখলদারি এবং গণহত্যার অর্থনীতিকে জোটবদ্ধ করার প্রক্রিয়া একপ্রকারে উন্মোচিত করা গিয়েছে। এই প্রতিবেদনে বিশেষ প্রতিবেদক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেট সংস্থা এবং তাদের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, নিরীহ মানুষের জীবন ধ্বংস করে লাভ করার বাণিজ্যিক উদ্যম বন্ধ করতে হবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধে জড়িত হতে হয় অস্বীকার করতে হবে না হয় জবাবদিহি করতে হবে।

পদ্ধতি

"কর্পোরেট সংস্থা" বলতে এখানে সওদাগরি উদ্যোগ, বহুজাতিক কর্পোরেশন, লাভজনক এবং অলাভজনক সংস্থা বোঝানো হচ্ছে - সে ব্যক্তিগত, সরকারি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হোক না কেন। কর্পোরেট দায়বদ্ধতা - সংগঠনের আকার, খাত, কাজকর্ম, প্রেক্ষাপট, মালিকানা এবং কাঠামো নির্বিশেষে প্রযোজ্য। এখানে ব্যাপক নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপের ইজরায়েলী দখলদারিত্বের অর্থনীতি কীভাবে তৈরি হয়েছে, বজায় থেকেছে এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বন্দী অর্থনীতি তৈরি করেছে, তাকে প্রেক্ষাপট করে গড়ে উঠেছে।

ফ্রান্সেস্কো আলবানিজ মানবাধিকার কাউন্সিলের রেজোলিউশন ৩১/৩৬ এবং ৫৩/২৫ অনুসারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার (OHCHR) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ডাটাবেস তৈরি ও ব্যবহার করে বেআইনি ইজরায়েলি দখলদারিত্বের বৃহত্তর কর্পোরেট স্বার্থকে প্রকাশ করেচেন। OHCHR ডাটাবেস শুধুমাত্র সেই ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলিকে তালিকাভুক্ত করে যারা 'প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপনিবেশ নির্মাণ এবং বৃদ্ধি থেকে ক্ষমতাবান ও লাভবান হয়েছে'। এই প্রতিবেদনটি সংযুক্ত পরিশিষ্ট দ্বারা পরিপূরক, যা প্রাসঙ্গিক আইনি কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে [আমরা জ্ঞানগঞ্জের পক্ষ থেকে সূত্র আর পরিশিষ্টের বাংলা অনুবাদ করি নি। আমাদের কৈফিয়তে মূল প্রতিবেদনের লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, উৎসাহী সেই লিঙ্কে গিয়ে মূল প্রতিবেদন আর সূত্রগুলো দেখতে পারবেন]।

আইনি প্রেক্ষাপট

কর্পোরেট দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণকারী আইনের শিকড় রয়েছে হিংসাত্মক দখলদারি এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার মধ্যেকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে, একইভাবে বসতি স্থাপনকারী-উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদী বৈষম্যের সাথে কর্পোরেট যোগসাজশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে। আন্তঃউপনিবেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে, প্রাথমিক সনদপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলি ধীরে ধীরে 'সীমিত দায়বদ্ধতার' কর্পোরেশনে বিকশিত হয়েছিল। উপনিবেশিক শক্তিগুলি আদিবাসীদের দখলদারিত্ব এবং দাসত্ব ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তি ও আউটসোর্সিং-এর মত ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা এড়াতে এইসব সম্পর্কের উপর নির্ভর করতে থাকে। কর্পোরেশনগুলি কেবল এই আইনকে ফাঁকি দেবার সুবিধা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়নি, বরং আন্তর্জাতিক আইনের রূপকার হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে।

আজ, কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদসার পৃথিবীর সমস্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদন [জিডিপি] ছাড়িয়ে গেছে। কখনও কখনও রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্পোরেশনগুলি দখলদার হিসাবে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি উপভোগ করছে, কোনোরকম সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। পর্যাপ্ত ন্যায়সঙ্গত জবাবদিহিতা ছাড়াই বিশাল ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতা একটি মৌলিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার বৈষম্যকে উল্লঙ্ঘ করে।

এইসব কর্পোরেশন তাদের নিজ রাষ্ট্রগুলি – অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভাবে সংখ্যালঘু রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশিক দখলদারিত্বের মূল কাঠামোগত বৈষম্যকে কাজে লাগাচ্ছে মুনাফার স্বার্থে। ইতিমধ্যে, পূর্বে উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলিতে দুর্বল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন ও বিনিয়োগের জুজু দেখিয়ে কর্পোরেশনগুলি প্রায়শই জবাবদিহিতা এড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ নজির বিদ্যমান। হলোকস্ট-পরবর্তী শিল্পপতিদের বিচারে, উদাহরণস্বরূপ আই.জি. ফারবেনের মামলা, অপরাধমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য কর্পোরেট নির্বাহীদের আন্তর্জাতিক অপরাধরোধী দায়িত্ব স্বীকৃতি দেওয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কর্পোরেটদের মোকাবেলা করেই দক্ষিণ আফ্রিকার 'ট্রুথ আণ্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কর্পোরেট দায়িত্ব নিশ্চিতিকরণে সহায়তা করেছিল। ক্রমবর্ধমান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মামলা কর্পোরেট জবাবদিহিতাকে জোরদার করছে এমনই ইঙ্গিত

মেলে।

ফিলিস্তিনে ঘটেচলা দখলদারি, গণহত্যা এইসব আইনের আন্তর্জাতিক মানককে পরীক্ষার মুখে ফেলেছে।

আজ ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশিকা নীতিমালা রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট সংগঠনর আন্তর্জাতিক আইন মেনেই আদর্শ কাঠামো নির্ধারণ করে। যে কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, তদন্ত, শাস্তি এবং প্রতিকার করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা। নির্দেশিকা নীতিমালা কর্পোরেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানবাধিকার মানকগুলিকে স্ফটিক করে তোলে যা রাষ্ট্রপরিচালকদের সাথে কর্পোরেট সংস্থার সম্পর্ক নির্বিশেষেই প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং ফৌজদারি আইন বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা এবং দায়ও অর্পণ করে, যা প্রয়োগের জন্য আজ প্রাথমিকভাবে দেশীয় এখতিয়ার বজায় রয়েছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে, কয়েক দশক ধরে নথিভুক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অপরাধের উপর ভিত্তি করে, সাম্প্রতিক বিচারব্যবস্থার বিকাশ সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না যে দখলের যে কোনও উপাদানের সাথে কর্পোরেট সম্পৃক্ততা ন্যায়সঙ্গত নিয়ম এবং আন্তর্জাতিক অপরাধসীমা লঙ্ঘনের সাথে যুক্ত। জাতিগত বিভেদ এবং বর্ণবাদ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘন এবং যুদ্ধের উপর নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে ইজরায়েলের উপস্থিতির অবৈধতা নিশ্চিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে এর সামরিক উপস্থিতি, উপনিবেশ এবং এর অবকাঠামো এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণ। অধিকন্তু, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে সংঘটিত নৃশংসতার কারণে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার জন্য এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইজরায়েলের বিচার শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত ইজরায়েল রাষ্ট্রকে জীবন ধ্বংসকারী পরিস্থিতি তৈরি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, এবং সম্প্রতি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে তাদের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে যে তারা এমন অস্ত্র হস্তান্তর এড়াতে পারে যা আন্তর্জাতিক কনভেনশনকে লঙ্ঘন করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যেখানে কর্পোরেট সংগঠনগুলি ইজরায়েলের সাথে তাদের কার্যক্রম এবং সম্পর্ক অব্যাহত রাখে —এবং যাদের অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতগুলি দখলীকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত, তারা জেনেশুনে এই অপরাধগুলি করছে:

[ক] ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘন

[খ] ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের সংযুক্তি, একটি বেআইনি দখল বজায় রাখা এবং এর ফলে আগ্রাসনের অপরাধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন

[গ] বর্ণবাদী বৈষম্য এবং গণহত্যার অপরাধ

[ঘ]অন্যান্য আনুষঙ্গিক অপরাধ এবং লঙ্ঘন।

বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় ফৌজদারি এবং দেওয়ানি উভয় আইনই কর্পোরেট সংগঠন বা তাদের নির্বাহীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অপরাধের জন্য জবাবদিহি করার জন্য কার্যকর হতে পারে।

উপনিবেশিক দখলের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত

বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশিকতাবাদের মধ্যে রয়েছে জমির মালিকদের বহিষ্কারের মাধ্যমে জমি থেকে লুঠের মাধ্যমে মুনাফা করা এবং উপনিবেশ স্থাপন করা। ফিলিস্তিনে ঐতিহাসিকভাবে, কর্পোরেট সংস্থাগুলি আরব জনসংখ্যার উচ্ছেদ এবং বিস্থাপনের প্রক্রিয়াকে চালিত এবং ত্বরান্বিত করেছে, যা উপনিবেশিক উচ্ছেদের যৌক্তিক ভিত্তিস্বরূপ। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত জমি-ক্রয়কারী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান – ইহুদি জাতীয় তহবিল – আরব ফিলিস্তিনিদের ধীরে ধীরে অপসারণের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিল, যা নাকবার সাথে তীব্রতর হয়েছিল এবং তখন থেকে আজো অব্যাহত রয়েছে।

কর্পোরেট সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান সহায়তায় বিশেষ করে ১৯৬৭ সালের পর ইজরায়েল ফিলিস্তিনিদের স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ বাড়িয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলি এই প্রক্রিয়ায় বস্তুগতভাবে ব্যাপক অবদান রেখেছে; যথা ইজরায়েলকে ফিলিস্তিনের বাড়িঘর, স্কুল, হাসপাতাল, অবসর ও উপাসনালয়, জীবিকা নির্বাহের স্থান এবং জলপাই বাগান ও অন্যান্য বাগানের মতো উৎপাদনশীল সম্পদ ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে, সম্প্রদায়গুলিকে

ভাগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের সকল সম্পদের উপর দখলদারি তৈরি করতে সহযোগিতা করেছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধ ইজরায়েলি উপস্থিতিকে সামরিকীকরণ এবং উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্পোরেট সেক্টরগুলি ফিলিস্তিনিদের নির্মূলীকরণের জন্য ৩৭টি ঘটনায় প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে।

কর্পোরেট ক্ষমতা ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে দমিয়ে রাখতে, দখলীকৃত ভূমিতে ইজরায়েলি সম্প্রসারণ বজায় রাখতে এবং ফিলিস্তিনিদের উৎখাতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বৃক্ষরোপণ, মাছ ধরা এবং উপনিবেশের জন্য জল সরবরাহের উপর কঠোর বিধিনিষেধ স্থানীয় কৃষি ও শিল্পকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে একটি বন্দী বাজারে পরিণত করেছে। ৪০টি কোম্পানি ফিলিস্তিনি শ্রম ও সম্পদ শোষণ করে, প্রাকৃতিক সম্পদের দখলদার হয়ে, উপনিবেশ নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ইজরায়েল, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড এবং বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি ও বিপণন করে মুনাফা অর্জন করেছে। পশ্চিম উপকূল এবং গাজা উপত্যকায় ইজরায়েলি-ফিলিস্তিনি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি [অসলো দ্বিতীয় চুক্তি] এই শোষণকে দৃঢ় করেছে, বাস্তবে সম্পদ সমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলের ৬১ শতাংশের উপর ইজরায়েলের একচেটিয়া অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এই শোষণ থেকে ইজরায়েল লাভবান হচ্ছে, যার প্রত্যক্ষ ফলাফলে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির জিডিপি কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ ব্যয়িত হচ্ছে।

আর্থিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ এবং বিস্থাপনের পক্ষে পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ব্যাংক, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, পেনশন তহবিল এবং বীমা প্রদানকারীরা অবৈধ দখলদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। বৌদ্ধিক বিকাশ এবং ক্ষমতার কেন্দ্র অকাদেমি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি - ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইজরায়েলের উপনিবেশ স্থাপনের রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করছে, সামরিক এবং পদ্ধতিগত হিংসাকে জনপ্রিয় করছে, ঠিক যখন বিশ্বব্যাপী গবেষণা সংস্থাগুলি অকাদেমিক নিরপেক্ষতার আড়ালে ফিলিস্তিনিদের নির্মূলীকরণকে আড়াল এতদিন করেছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পর, দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ, শোষণ এবং দখলদারিত্বের এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে যা ব্যাপক হিংসা এবং বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য একত্রিত হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান পূর্বে দখলদারিত্বের অর্থনীতির মধ্যে ফিলিস্তিনিদের নির্মূলীকরণ থেকে লাভবান হয়েছিল; বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবর্তে এখন তারা গণহত্যার অর্থনীতিতে আরো সক্রিয় ভাবে জড়িত হয়েছে।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি চিত্রিত করে যে কীভাবে আটটি মূল ক্ষেত্র, উপনিবেশ স্থাপনকারী অর্থনীতির মূল স্তম্ভগুলির মাধ্যমে একইসাথে পৃথক পৃথকভাবে

এবং পারস্পরিক ভাবে কাজ করছে উচ্ছেদ এবং বিস্থাপন ও এর গণহত্যামূলক অনুশীলনের সাথে খাপ খাইয়ে।

উচ্ছেদ

অক্টোবর ২০২৩ সালের পর, ফিলিস্তিনিদের বহিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র এবং সামরিক প্রযুক্তিগুলি গণহত্যা এবং ধ্বংসের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যার ফলে গাজা এবং পশ্চিম উপকূলের [ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক] কিছু অংশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নজরদারি এবং কারাবাস প্রযুক্তি, যা সাধারণত বর্ণবাদী বৈষম্য প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হত, ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে আক্রমণ করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বাড়িঘর ধ্বংস, পরিকাঠামো ধ্বংস এবং সম্পদ দখলের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতিগুলিকে গাজার নগর ভূদৃশ্য ধ্বংস করার জন্য পুনর্ব্যবহৃত করা হয়েছে, যা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে ফিরে আসতে এবং একটি সম্প্রদায় হিসাবে পুনর্গঠিত হবার সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে।

সামর ক্ষেত্র: নির্মূলীকরণের ব্যবসা

সামরিক হিংসার আরম্ভকার এবং এর উপনিবেশ স্থাপনকারী প্রকল্পের ইঞ্জিন হিসেবে রয়ে গেছে ইজরায়েল রাষ্ট্র। ইজরায়েলি এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র নির্মাণকারী কর্পোরেট সংস্থারা ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করেছে। সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, তারা এমন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা করছে যা ইজরায়েলকে নিপীড়ন, দমন এবং ধ্বংসপ্রক্রিয়া তীব্রতর করতে সক্ষম করে।

বলাবাহুল্য দীর্ঘস্থায়ী দখলদারিত্ব এবং বারবার সামরিক অভিযান অত্যাধুনিক সামরিক ক্ষমতার পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করেছে: বিমান প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালি যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে F-35 প্রোগ্রাম। এই প্রযুক্তিগুলি তখন 'যুদ্ধে প্রমাণিত' হিসাবে বাজারে বিক্রি হয়।

সামরিকশিল্প কমপ্লেক্স রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, ইজরায়েল বিশ্বব্যাপী অষ্টম বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক রাষ্ট্র ছিল। দুটি সর্বাধিক বিশিষ্ট ইজরায়েলি অস্ত্র কোম্পানি - এলবিট সিস্টেমস, যা একটি পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব [পিপিপি] হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল, এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৫০টি অস্ত্র প্রস্তুতকারকের মধ্যে রয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে এলবিট সিস্টেমস ইজরায়েলি সামরিক অভিযানে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে মূল কর্মী নিয়োগ করেছে এবং ২০২৪ সালের ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা পুরস্কার পেয়েছে। এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ অভ্যন্তরীণভাবে অস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ প্রদান করে এবং অস্ত্র রপ্তানিকারক সামরিক প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়নের মাধ্যমে ইজরায়েলি সামরিক জোটকে শক্তিশালী করে।

অস্ত্র ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বর্ণবাদকে স্থায়ী করার এবং সম্প্রতি গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইজরায়েলি ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ইজরায়েল F-35 যুদ্ধবিমানের জন্য সর্ববৃহৎ প্রতিরক্ষা ক্রয় কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক লকহিড মার্টিনের নেতৃত্বে ইতালীয় নির্মাতা লিওনার্দো এস.পি.এ ও অন্যান্য রাষ্ট্র সহ কমপক্ষে ১,৬৫০টি অন্যান্য কোম্পানির সাথে। বিশ্বব্যাপী নির্মাণরত এর বিভিন্ন উপাদান এবং যন্ত্রাংশ ইজরায়েলি F-35 বহরে অবদান রাখে, যা ইজরায়েল লকহিড মার্টিন এবং দেশীয় কোম্পানিগুলির সাথে অংশীদারিত্বে কাস্টমাইজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইজরায়েল ২০১৮ সালে যুদ্ধে প্রথম F-35 উড়িয়েছিল এবং ২০২৫ সালে 'বিস্ট মোডে' এটি ব্যবহার করেছিল। ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ লকহিড মার্টিন F-35 এবং F-16 যুদ্ধবিমানগুলির উল্লেখযোগ্য বহন এবং অগ্নিনির্বাপণ ক্ষমতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে GBU-31 জয়েন্ট ডাইরেক্ট অ্যাটাক মিনিশন (JDAM) এবং আনগাইডেড MK-84s ২০০০-পাউন্ড বোমা; যেখানে একটি F-35 ১৮০০০ পাউন্ডেরও বেশি বোমা বহন করতে পারে। অক্টোবর ২০২৩-এর পর F-35 এবং F-16 গুঅস্ত্রগুলি ইজরায়েলকে আনুমানিক ৮৫,০০০ টন বোমা ফেলার অভূতপূর্ব আকাশ শক্তি দিয়ে সজ্জিত করার জন্য ব্যপক ভূমিকা পালন করেছে, যা ১,৭৯,৪১১ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা এবং আহত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং গাজাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

গাজার আকাশে ড্রোন, হেক্সাকপ্টার এবং কোয়াডকপ্টার সর্বব্যাপী হত্যাযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা মূলত বিকশিত এবং সরবরাহ করা ড্রোনগুলি দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি উড়েছে, ফিলিস্তিনিদের উপর নজরদারি করছে এবং লক্ষ্যবস্তু গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে। গত দুই দশকে এই সংস্থাগুলির

সহায়তায় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতায় ইজরায়েল দ্বারা ব্যবহৃত ড্রোন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা এবং তার ঝাঁকের মত উড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

ইজরায়েলকে এই অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং অস্ত্র রপ্তানি ও আমদানি লেনদেন সহজতর করতে, নির্মাতা কর্পোরেটেরা আইনি নিরীক্ষা এবং পরামর্শদাতা সংস্থার পাশাপাশি অস্ত্র বিক্রেতা, এজেন্ট এবং দালাল সহ মধ্যস্থতাকারীদের একটি জাল হিসাবে বিরাজ করে। জাপানি FANUC কর্পোরেশনের মতো সরবরাহকারীরা ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ, এলবিট সিস্টেমস এবং লকহিড মার্টিন সহ অস্ত্র উৎপাদন লাইনের জন্য রোবোটিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানি যেমন ডেনিশ এ.পি. মোলার মারস্ক এ/এস ২০২৩ সালের অক্টোবরের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সরবরাহকৃত সামরিক সরঞ্জামের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রেখে উপাদান, যন্ত্রাংশ, অস্ত্র এবং কাঁচামাল পরিবহন করে ব্যাপক মুনাফা লুটে চলেছে।

এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের মতো ইজরায়েলি কোম্পানিগুলির জন্য চলমান গণহত্যা একটি লাভজনক ব্যবসা। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইজরায়েলি সামরিক ব্যয় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিমাণ ৪৬.৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ বার্ষিক মুনাফাবৃদ্ধিকারী কোম্পানিগুলির অন্যতম। বিদেশী অস্ত্র কোম্পানিগুলি, বিশেষ করে গোলাবারুদ এবং অস্ত্র উৎপাদনকারীরাও এর মাধ্যমে লাভবান হয়েছে।

নজরদারি এবং কারসালিটি: ‘স্টার্ট-আপ জাতির’ অন্ধকার দিক

ফিলিস্তিনিদের উপর দমন-পীড়ন ক্রমশ স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি গণ তথ্য সংগ্রহ এবং নজরদারি সংহত করার জন্য দ্বৈত অবকাঠামো প্রদান করছে, একই সাথে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দ্বারা প্রদত্ত সামরিক প্রযুক্তির জন্য অনন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র থেকে লাভবান হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি

জায়ান্টরা ইজরায়েলে সহায়ক সংস্থা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ইন্ধন জোগাচ্ছে, ইজরায়েলের নিরাপত্তা চাহিদার দাবিমতো কার্সারাল এবং নজরদারি পরিষেবাগুলিতে অতুলনীয় উন্নয়নকে উৎসাহিত করেছে, ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশন [সিসিটিভি] নেটওয়ার্ক, বায়োমেট্রিক নজরদারি, উন্নত প্রযুক্তির চেকপয়েন্ট নেটওয়ার্ক, 'স্মার্ট ওয়াল' এবং ড্রোন নজরদারি থেকে শুরু করে ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা বিশ্লেষণ যা স্থল সামরিক কর্মীদের সমর্থন করে এমন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে।

ইজরায়েলি প্রযুক্তি সংস্থাগুলি প্রায়শই সামরিক অবকাঠামো এবং কৌশল থেকে বেড়ে ওঠে, যেমনটি NSO গ্রুপ, প্রাক্তন ইউনিট ৮২০০ প্রতিষ্ঠা করেছিল। গোপন স্মার্টফোন নজরদারির জন্য তৈরি এর পেগাসাস স্পাইওয়্যার, ফিলিস্তিনি আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী নেতা, সাংবাদিক এবং মানবাধিকার রক্ষাকারীদের লক্ষ্য করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত। প্রতিরক্ষা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে রপ্তানি করা, NSO গ্রুপ নজরদারি প্রযুক্তি 'স্পাইওয়্যার কূটনীতি' লাগু করে এবং রাষ্ট্রীয় দায়হীনতাকে জোরদার করে।

IBM ১৯৭২ সাল থেকে ইজরায়েলে কাজ করছে, প্রযুক্তি খাত এবং স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ করে ইউনিট ৮২০০ থেকে সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে IBM ইজরায়েলি জনসংখ্যা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় ডাটাবেস পরিচালনা এবং আপগ্রেড করেছে, ফিলিস্তিনিদের উপর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরকারী ব্যবহার সক্ষম করে ইজরায়েলের বৈষম্যমূলক গোপনীয়তার ব্যবস্থাকে জোরদার করে। IBM এর আগে, হিউলেট প্যাকার্ড এন্টারপ্রাইজেস [HPE] ডাটাবেসটি একই কাজ করেছিল এবং এর ইজরায়েলি সহায়ক সংস্থা এখনও সার্ভার সরবরাহ করছে। হিউলেট প্যাকার্ড (HP) দীর্ঘকাল ধরে অঞ্চলগুলিতে সরকারী কার্যক্রম সমন্বয় (COGAT), কারাগার পরিষেবা এবং পুলিশকে প্রযুক্তি সরবরাহ করে ইজরায়েলের বর্ণবাদী ব্যবস্থাগুলিকে সক্ষম করে আসছে। ২০১৫ সালে এই হিউলেট প্যাকার্ড এন্টারপ্রাইজেস এবং এইচপি ইনকর্পোরেটেডে বিভক্ত হওয়ার পর থেকে, অস্বচ্ছ ব্যবসায়িক কাঠামো, তাদের বাকি সাতটি ইসরায়েলি সহায়ক সংস্থার ভূমিকাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে।

মাইক্রোসফ্ট ১৯৯১ সাল থেকে ইজরায়েলে সক্রিয় রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তার বৃহত্তম কেন্দ্র তৈরি করেছে। এর প্রযুক্তিগুলি কারাগার পরিষেবা, পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলগুলিতে - উপনিবেশ স্থাপনেও - অন্তর্ভুক্ত। মাইক্রোসফ্ট ২০০৩ সাল থেকে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীতে তার সিস্টেম এবং বেসামরিক প্রযুক্তি একীভূত করেছে, একইসাথে ইজরায়েলি সাইবার নিরাপত্তা এবং নজরদারি স্টার্ট-আপগুলিও অধিকার করেছে।

ইজরায়েলি বর্ণবাদ, সামরিক এবং জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ডেটা তৈরি করার সাথে সাথে ক্লাউড স্টোরেজ এবং কম্পিউটিংয়ের উপর এর নির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে। ২০২১ সালে ইজরায়েল অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেটেড [গুগল] এবং অ্যামাজন ডটকম, ইনকর্পোরেটেডকে মূল প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রদানের জন্য $1.2 বিলিয়ন ডলারের চুক্তি [প্রজেক্ট নিম্বাস] প্রদান করেছে - যা মূলত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যায়ের মাধ্যমে অর্থায়িত হয়েছিল।

মাইক্রোসফট, অ্যালফাবেট এবং অ্যামাজন ইজরায়েলকে তাদের ক্লাউড এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে কার্যকরী অ্যাক্সেস প্রদান করে, যা ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নজরদারি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অক্টোবর ২০২৩ সালে, যখন ইজরায়েলি অভ্যন্তরীণ সামরিক ক্লাউড ওভারলোড হয়ে যায়, তখন মাইক্রোসফট তার Azure প্ল্যাটফর্ম সহ প্রজেক্ট নিম্বাস কনসোর্টিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাউড এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামো নিয়ে এগিয়ে আসে। তাদের ইজরায়েল-অবস্থিত সার্ভারগুলি ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং জবাবদিহিতা থেকে একটি ঢাল নিশ্চিত করে, অনুকূল চুক্তির অধীনে যা ন্যূনতম বিধিনিষেধ বা তদারকি প্রদান করে। জুলাই ২০২৪ সালে, একজন ইজরায়েলি কর্নেল এই কোম্পানিগুলিকে উদ্ধৃত করে ক্লাউড টেককে শব্দের প্রতিটি অর্থেই একটি অস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী ডেটা প্রক্রিয়াকরণ এবং লক্ষ্যবস্তুর তালিকা তৈরি করার জন্য 'ল্যাভেন্ডার', 'গসপেল' এবং 'ড্যাডি কোথায়?' এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা সরাসরি আধুনিক যুদ্ধকে পুনর্গঠন করে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বৈত-ব্যবহারের প্রকৃতি চিত্রিত করে। প্যালান্টির টেকনোলজিস ইনকর্পোরেটেড, যার ইজরায়েলের সাথে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দীর্ঘদিন ধরে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পরে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীতে তার সহায়তা প্রসারিত করেছে। বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে প্যালান্টির স্বয়ংক্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুলিশিং প্রযুক্তি, দ্রুত স্কেল-আপ নির্মাণ এবং সামরিক সফ্টওয়্যার স্থাপনের জন্য মূল প্রতিরক্ষা অবকাঠামো এবং তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে, যা স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রিয়েল-টাইম যুদ্ধক্ষেত্র ডেটা ইন্টিগ্রেশনকে অনুমতি দেয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্যালান্টির ইজরায়েলের সাথে একটি নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করে এবং 'সংহতির জন্য' তেল আবিবে একটি বোর্ড সভা করে; ২০২৫ সালের এপ্রিলে, প্যালান্টিরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গাজায় প্যালান্টির ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে এমন অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, 'বেশিরভাগই সন্ত্রাসী, এটা সত্য' – এইসব বিভিন্ন ঘটনাই ইজরায়েলের বেআইনি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে নির্বাহী স্তরের জ্ঞান ও উদ্দেশ্য এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

৯/১১-পরবর্তী বিশ্বব্যাপী সিকিউরিটাইজেশনের উত্থানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ 'স্টার্ট-আপ জাতি' হিসেবে ইজরায়েল গণহত্যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু স্টার্ট-আপের সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বব্যাপী প্রথম স্থানে রয়েছে, ২০২৪ সালে সামরিক প্রযুক্তি স্টার্ট-আপে ১৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণহত্যা জুড়ে ইজরায়েলি রপ্তানির ৬৪ শতাংশ প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত।

বেসামরিক ছদ্মবেশ: উপনিবেশ স্থাপনকারী ধ্বংসযজ্ঞের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি

বেসামরিক প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশ স্থাপনের দ্বৈত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে আসছে। ইজরায়েলি সামরিক অভিযান ফিলিস্তিনিদের তাদের জমি থেকে উৎখাত করার জন্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী অস্ত্রনির্মাতাদের সরঞ্জামের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে; বাড়িঘর, পাবলিক ভবন, কৃষিজমি, রাস্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এই যন্ত্রপাতি গাজার ৭০ শতাংশ কাঠামো এবং ৮১ শতাংশ ফসলি জমির ক্ষতি ও ধ্বংসের জন্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে দায়ী।

কয়েক দশক ধরে, ক্যাটারপিলার ইনকর্পোরেটেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী সামরিক অর্থায়ন কর্মসূচির এবং ইজরায়েলি আইন দ্বারা সামরিক বাহিনীতে অধিগ্রহণ করা একচেটিয়া লাইসেন্স - উভয়ের মাধ্যমে ইজরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর এবং অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ, এলবিট সিস্টেমস এবং লিওনার্দো ডিআরএস, ইনকর্পোরেটেডের মালিকানাধীন RADA ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজের মতো কোম্পানিগুলির সাথে অংশীদারিত্বে, ইজরায়েল ক্যাটারপিলারের D9 বুলডোজারকে সামরিক বাহিনীর স্বয়ংক্রিয়, দূরবর্তী-কমান্ডেড মূল অস্ত্রে রূপান্তরিত করেছে, যা ২০০০ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি সামরিক কার্যকলাপে মোতায়েন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রেখা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার মাধ্যমে অঞ্চলটিকে 'নিরপেক্ষ' করা হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে, ক্যাটারপিলার সরঞ্জামগুলি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে - যার মধ্যে রয়েছে বাড়িঘর, মসজিদ এবং জীবন রক্ষাকারী পরিকাঠামো ধ্বংস - হাসপাতালগুলিতে অভিযান চালানো এবং আহত ফিলিস্তিনিদের জীবন্ত

কবর দেওয়াও রয়েছে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৫ সালে, ক্যাটারপিলার ইজরায়েলের সাথে আরো বহু মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

কোরিয়ান এইচডি হুন্ডাই এবং এর আংশিক মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, ডুসান, সুইডিশ ভলভো গ্রুপ এবং অন্যান্য প্রধান ভারী যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনি সম্পত্তি ধ্বংসের সাথে যুক্ত, প্রতিটি একচেটিয়াভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইজরায়েলি ডিলারদের মাধ্যমে সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ভলভোর লাইসেন্সধারী একটি OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং আরো কোম্পানিগুলি একসাথে মেরকাভিম ট্রান্সপোর্টেশন টেকনোলজিস লিমিটেডের মালিক, যা পরিষেবা উপনিবেশগুলিতে বিক্রি করা সাঁজোয়া বাস তৈরি করে। কমপক্ষে ২০০৭ সাল থেকে পূর্ব জেরুজালেম এবং মাসাফের ইয়াত্তা সহ ফিলিস্তিনি এলাকা ধ্বংস করার জন্য ভলভো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, এইচডি হুন্ডাই-এর যন্ত্রপাতি ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং জলপাই বাগান সহ কৃষিজমি ধ্বংসের কাজও করেছে এইসব যন্ত্র। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর, ইজরায়েল গাজার নগর ধ্বংসে এই কোম্পানিগুলির সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি করে, জাবালিয়া সহ রাফাহ ধ্বংস করার জন্য এর পরে সামরিক বাহিনী তাদের লোগোগুলিকে পর্যন্ত অস্পষ্ট করে দেয়।

ইজরায়েল কর্তৃক এই যন্ত্রপাতির অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রচুর প্রমাণ এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বারবার আহ্বান সত্ত্বেও এই কোম্পানিগুলি ইজরায়েলি বাজারে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। নিষ্ক্রিয় সরবরাহকারীরা উচ্ছেদের এই ব্যবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে অবদান রাখে।

বিস্থাপন/উচ্ছেদ

কর্পোরেট অভিনেতারা অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের জীবন ধ্বংসে অবদান রেখেছেন, তাই তারা এর প্রতিস্থাপনকারী জিনিসগুলি নির্মাণেও সহায়তা করেছেন:

উপনিবেশ এবং তাদের অবকাঠামো নির্মাণ, উপকরণ, জ্বালানি এবং কৃষি পণ্য আহরণ এবং ব্যবসা করা এবং উপনিবেশগুলিতে দর্শনার্থীদের নিয়মিত ছুটির গন্তব্যস্থলে নিয়ে আসা। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পরে, এই কার্যকলাপগুলি

উপনিবেশিক বসতি স্থাপনের উদ্যোগে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে, কর্পোরেট সংস্থাগুলি ফিলিস্তিনি জনসংখ্যাকে ধ্বংস করার জন্য গণনা করা জীবনযাত্রার পরিস্থিতি তৈরি থেকে বিদ্যুৎ এবং মুনাফা অর্জন অব্যাহত রেখেছে, যার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ জল, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বন্ধ করে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ:
চুরি করা জমিতে বাড়ি

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে দেশজ জনগোষ্ঠীর ইজরায়েল দ্বারা বিস্থাপনের সুবিধার্থে কোম্পানিগুলি ৩৭১ টিরও বেশি উপনিবেশ এবং অবৈধ ফাঁড়ি তৈরি, বিদ্যুৎ-এর ব্যবসা করেছে। ২০২৪ সালে, উপনিবেশগুলির প্রশাসন সামরিক বাহিনী থেকে বেসামরিক সরকারের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে এবং নির্মাণ ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট দ্বিগুণ হওয়ার পরে এটি তীব্রতর হয়েছে, উপনিবেশ নির্মাণের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত, ইজরায়েল ৫৭টি নতুন উপনিবেশ এবং ফাঁড়ি স্থাপন করেছে, যেগুলি ইজরায়েলি এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং লজিস্টিক সহায়তা দ্বারা সংবদ্ধ।

বিভিন্ন কোম্পানি উপনিবেশ স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং গণপরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রেখেছে এবং ফিলিস্তিনিদের বাদ দিয়ে ইজরায়েলের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। স্প্যানিশ/বাস্ক কনস্ট্রুকিওনেস অক্সিলিয়ার ডি ফেরোকারিলেস জেরুজালেম লাইট রেল রেড লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন গ্রিন লাইন নির্মাণের জন্য একটি OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানির সাথে কনসোর্টিয়ামে যোগ দিয়েছে, এমন সময়ে যখন অন্যান্য কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক চাপের কারণে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।এই লাইনগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ২৭ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক এবং ৫০টি নতুন স্টেশন, যা উপনিবেশগুলিকে পশ্চিম জেরুজালেমের সাথে সংযুক্ত করে। ডুসান এবং ভলভো কোম্পানির খননকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হাইডেলবার্গের সহায়ক সংস্থা একটি হালকা-রেল সেতুর জন্য উপকরণ সরবরাহ করেছে।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি ইজরায়েলি এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের

কাছে উপনিবেশগুলিতে সম্পত্তি বিক্রি করে। বিশ্বব্যাপী রিয়েল এস্টেট গ্রুপ, কেলার উইলিয়ামস রিয়েলটি এলএলসি, তার ইজরায়েলি ফ্র্যাঞ্চাইজি -এর উপনিবেশগুলিতে শাখা রয়েছে। মার্চ ২০২৪ সালে, কেলার উইলিয়ামস, আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি হোম ইন ইসরায়েলের মাধ্যমে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি রিয়েল এস্টেট রোডশো পরিচালনা করেছিল যা উপনিবেশগুলিতে হাজার হাজার অ্যাপার্টমেন্ট উন্নয়ন এবং বিপণনকারী বেশ কয়েকটি কোম্পানির সাথে একটি যৌথভাবে স্পনসরড অনুষ্ঠান ছিল।

‘প্রাকৃতিক’ ধনসম্পদে দখলদারি: জীবনযাত্রার অবস্থার ইনকিউবেটর ধ্বংস করার জন্য গণনা

১৯৬৭ সাল থেকে ইজরায়েল ফিলিস্তিনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছে; এমন অবকাঠামো তৈরি করেছে যা তার উপনিবেশগুলিকে ইজরায়েলি জাতীয় ব্যবস্থার সাথে একীভূত করে এবং তাদের উপর ফিলিস্তিনিদের নির্ভরতা স্থাপন করে।

যখন ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে গাজায় ‘সম্পূর্ণ অবরোধ’ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে জল, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এই পরিকল্পিত নির্ভরতা - জীবনকে উৎখাত এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল - গণহত্যার জন্য কার্যকর করা হয়েছিল। এই সব প্রকল্প কখনও সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হয়নি, যা ফিলিস্তিনিদের একটি জাতি হিসাবে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করা তৈরিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবদান রাখে। এই কারণেই ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হয়ে যায় — যাকে কোনোমতেই গাজায় ঘটে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আর বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না।

পানি

ইজরায়েল ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের দুটি প্রধান জলস্তর থেকে উৎসারিত জল চড়া দামে একচেটিয়া সরবরাহের মাধ্যমে কিনতে বাধ্য করে। ইজরায়েলি জাতীয় জল সংস্থা মেকোরোটের অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একচেটিয়া জল ব্যবসা রয়েছে। গাজায়, উপকূলীয় জলস্তর থেকে ৯৭ শতাংশেরও বেশি জল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পানির মানের মান পূরণ করে না, যার ফলে বাসিন্দারা তাদের বেশিরভাগ পানীয় জলের জন্য মেকোরোট পাইপলাইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর অন্তত প্রথম ছয় মাস ধরে, মেকোরোট তার গাজা পাইপলাইনগুলি ২২ শতাংশ ধারণক্ষমতায় পরিচালনা করেছিল, যার ফলে গাজা শহরের মতো অঞ্চলগুলিতে ৯৫ শতাংশ সময় জল ছিল না, যা সক্রিয়ভাবে জলকে গণহত্যার হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছিল।

বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জ্বালানি

আন্তর্জাতিক জ্বালানি কোম্পানিগুলি জ্বালানি-নিবিড় ইজরায়েলি গণহত্যার অর্থনীতিকে ইন্ধন জুগিয়েছে। জ্বালানি এবং কয়লা আমদানির উপর নির্ভরশীল ইজরায়েল এবং ইজরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড উভয়কেই একচ্ছত্র পরিবেশন করে এমন একটি সমন্বিত জ্বালানি অবকাঠামো বজায় রেখেছে, যারা ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং বাধাগ্রস্ত করার সমসময়ে অবৈধ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। গাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র গাজার বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ সরবরাহ করে, যার ফলে তা জেনারেটর এবং ১০টি ইজরায়েলি সরবরাহ লাইনের জন্য জ্বালানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে ইজরায়েল গাজার বেশিরভাগ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বিদ্যুৎ বা জ্বালানি ছাড়াই, বেশিরভাগ জল পাম্প, হাসপাতাল এবং পরিবহন সংস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে; ধসে পড়া স্যানিটেশন ব্যবস্থা পোলিও রোগের পুনরুত্থানে অবদান রেখেছে; এবং গুরুত্বপূর্ণ ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

ইজরায়েলে বিদ্যুতের জন্য কয়লা মূলত কলম্বিয়া থেকে আসে [২০২৩-২৪ সালে ইসজরায়েলি কয়লা আমদানির ৬০ শতাংশ কলম্বিয়া থেকে]। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সদর দপ্তর Drummond Company, Inc. এবং সুইস-ভিত্তিক Glencore PLC হল এর প্রাথমিক সরবরাহকারী। তাদের সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠান খনি এবং তিনটি বন্দরের মালিক, যারা ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরায়েলে ১৫টি কয়লা চালান সরবরাহ করে, যার মধ্যে ২০২৪ সালের আগস্টে কলম্বিয়া ইজরায়েলে কয়লা রপ্তানি স্থগিত করার পর ছয়টির চালান হয়ে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত। গ্লেনকোর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অবৈধ চালানের সাথেও জড়িত ছিল। এই চালান ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ইজরায়েলি কয়লা আমদানির ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন কর্পোরেশন, ইজরায়েলি নিউমেড এনার্জি [OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত ডেলেক গ্রুপের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান] -এর সাথে একত্রে, লেভিয়াথান এবং তামার ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করে। এটি ২০২৩ সালে ইজরায়েল সরকারকে রয়্যালটি এবং কর হিসাবে ৪৫৩ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে। শেভরনের কনসোর্টিয়াম ইজরায়েলি জ্বালানি খরচের ৭০ শতাংশেরও বেশি সরবরাহ করে। শেভরন পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় গ্যাস পাইপলাইনের আংশিক মালিকানা থেকেও লাভবান হয়, যা ফিলিস্তিনি সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায় এবং মিশর ও জর্ডানে গ্যাস রপ্তানি বিক্রয় থেকেও লাভবান হয়। গাজার নৌ অবরোধ ইজরায়েলের অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সংযুক্ত, যা তামার গ্যাস সরবরাহ এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় গ্যাস পাইপলাইনকে নিজেদের মুনাফার স্বার্থে কুক্ষিগত করে। বর্বরতার ক্রমবর্ধমান সময়ে, ব্রিটিশ কোম্পানি বিপি পিএলসি ইজরায়েলি অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করছে, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুসন্ধান লাইসেন্স নিশ্চিত করা হয়েছে, যা বিপিকে ইজরায়েল কর্তৃক অবৈধভাবে শোষিত ফিলিস্তিনি সামুদ্রিক বিস্তৃতি অন্বেষণ করার অনুমতি দেয়।

কৌশলগত আজেরি বাকু-তিবিলিসি-সেহান পাইপলাইন এবং কাজাখ ক্যাস্পিয়ান পাইপলাইন কনসোর্টিয়াম এবং তাদের সংশ্লিষ্ট তেলক্ষেত্রের প্রধান মালিক হিসেবে বিপি এবং শেভরন ইজরায়েলি অপরিশোধিত তেল আমদানিতেও সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। প্রতিটি সংস্থা কার্যকরভাবে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইজরায়েলি অপরিশোধিত তেলের ৮ শতাংশ সরবরাহ করেছিল, যা ব্রাজিলিয়ান তৈলক্ষেত্র থেকে অপরিশোধিত তেলের চালানের মানের সমান, যেখানে পেট্রোব্রাস এবং সামরিক জেট জ্বালানি সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্ব রাখে। এই কোম্পানিগুলির তেল ইজরায়েলে দুটি শোধনাগার সরবরাহ করে। হাইফা রিফাইনারি থেকে দুটি OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানি সরকার-প্রদত্ত চুক্তির মাধ্যমে ইজরায়েল এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড, উপনিবেশ সহ সামরিক বাহিনী জুড়ে তাদের পেট্রোল স্টেশন সরবরাহ

করে। OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানি পাজ রিটেইল অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেডের একটি সহায়ক সংস্থা, আশদোদ রিফাইনারি থেকে গাজায় পরিচালিত ইজরায়েলি বিমান বাহিনীকে জেট জ্বালানি সরবরাহ করে।

এই সমস্ত কোম্পানি ইজরায়েলকে কয়লা, গ্যাস, তেল এবং জ্বালানি সরবরাহ করে, কোম্পানিগুলি বেসামরিক অবকাঠামোতে অবদান রাখছে যা ইজরায়েল ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করে এবং এখন গাজায় ফিলিস্তিনি জীবন ধ্বংসের জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এই কোম্পানিগুলি যে অবকাঠামোতে সম্পদ সরবরাহ করে তা ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী এবং গাজার জ্বালানি-নিবিড় প্রযুক্তি-চালিত ধ্বংসপ্রক্রিয়াকে ইন্ধন যুগিয়েছে। এই ধরনের অবকাঠামোর আপাত বেসামরিক প্রকৃতি কোনো কোম্পানিকেই তার প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না।

অবৈধ বাণিজ্য: কৃষি ব্যবসা

ইজরায়েল রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে লুঠতন্ত্র এবং ভূমি দখলের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা সমৃদ্ধ হয়েছে, যা ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারী-উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষাকারী পণ্য ও প্রযুক্তি উৎপাদন করে, বাজারের আধিপত্য বিস্তার করে এবং বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ আকর্ষণ করে - একই সাথে ফিলিস্তিনি খাদ্য ব্যবস্থা মুছে ফেলে এবং উচ্ছেদপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

ইজরায়েলের বৃহত্তম খাদ্য সংস্থা তনুভা, যা এখন চাইনিজ ব্রাইট ফুড [গ্রুপ] কোং লিমিটেডের মালিকানাধীন, জমি দখলকে উৎসাহিত করেছে এবং লাভবান হয়েছে। তনুভার চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন যে 'সাধারণভাবে কৃষি এবং বিশেষ করে দুগ্ধ চাষ একটি কৌশলগত সম্পদ এবং বসতি স্থাপন উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ'। ইজরায়েল ফিলিস্তিনি জমি দখল এবং ফিলিস্তিনিদের বিস্থাপনের জন্য কিব্বুতজিম এবং কৃষি ফাঁড়ি ব্যবহার করেছে। তনুভার মতো কোম্পানিগুলি এই উপনিবেশগুলি থেকে পণ্য সংগ্রহ করে সাহায্য করে, তারপর বাজারের আধিপত্য গড়ে তোলার জন্য বন্দী ফিলিস্তিনি বাজারকে কাজে লাগায়। ২০১৪ সালে গাজার দুগ্ধ শিল্পে ইজরায়েলের ধ্বংসের পরের দশকে ইজরায়েলি দুগ্ধ শিল্পের উপর ফিলিস্তিনিদের নির্ভরতা ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সেক্টরের ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ৪৩ মিলিয়ন ডলার। তনুভা গাজার বাজারের সমূহ ক্ষতি করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার লিভারেজ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড্রিপ সেচ প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী নেতা নেটাফিম, যার ৮০ শতাংশ এখন মেক্সিকান কোম্পানি অরবিয়া অ্যাডভান্স কর্পোরেশনের মালিকানাধীন, ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কৃষি প্রযুক্তি ডিজাইন করেছে। স্থায়িত্বের বিশ্বব্যাপী ভাবমূর্তি বজায় রেখে, নেটাফিম প্রযুক্তি ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে জল এবং জমিতে নিবিড় শোষণ কায়েম করেছে, ইজরায়েলি সামরিক-প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এদের সাথে মিলে সহযোগিতার নামে পরিমার্জিত হচ্ছে, একই সাথে ফিলিস্তিনি প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও দখল ও ক্ষয়সাধন করছে। জর্ডান উপত্যকায়, নেটাফিম-সহায়তাপ্রাপ্ত সেচ ব্যবস্থা ইজরায়েলি ফসল সম্প্রসারণকে সহজতর করেছে, যেখানে ফিলিস্তিনি কৃষকরা - জল থেকে বঞ্চিত এবং ৯৩ শতাংশ অসেচযোগ্য জমি সহ - ইজরায়েলি উৎপাদনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তদুপরি, এই ধরনের সেচ কৌশল জর্ডান নদী এবং মৃত সাগরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

তনুভা এবং নেটাফিমের মতো কোম্পানিগুলি ইজরায়েলিদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করে, যেখানে তারা যে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত তা অন্যদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা - এমনকি দুর্ভিক্ষের কারণও হয়। নেটাফিম নিজেকে একটি টেকসই উদ্ভাবক হিসেবে চিহ্নিত করে, একই সাথে উপনিবেশিক শোষণের প্রাচীন কৌশলগুলিকে নিখুঁত করে গড়ে তোলে।

বিশ্বব্যাপী খুচরা বিক্রেতা

উপনিবেশ থেকে আসা পণ্যগুলি সহ ইজরায়েলি পণ্যগুলি প্রধান খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিকে প্লাবিত করে, প্রায়শই কোনও যাচাই-বাছাই ছাড়াই। ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া এড়াতে কোম্পানিগুলি বিভ্রান্তিকর লেবেল, বারকোড এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল মিশ্রণের মাধ্যমে নিজেদের উৎপত্তি ঢেকে প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখে, দখলপ্রক্রিয়া কার্যকর রাখে।

এ.পি. মোলার - মারস্ক এ/এস-এর মতো বিশ্বব্যাপী লজিস্টিক জায়ান্টরা এই বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ; বছরের পর বছর ধরে তারা উপনিবেশ এবং OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলি থেকে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বাজারে পণ্য সরবরাহ করে আসছে।

অনেক দেশেই ইজরায়েলের পণ্য এবং তার উপনিবেশ থেকে আসা পণ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না। এমনকি ইওরোপিয়ান ইউনিয়নেও, যেখানে লেবেলিং বাধ্যতামূলক, সেখানে এইসব পণ্য এখনও বাজারে অনুমোদিত, যার দায়িত্ব অজ্ঞ

ভোক্তাদের উপর চাপানো হয়। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে উপনিবেশগুলির অবৈধতার কারণে, এই পণ্যগুলির মোটেও ব্যবসা করা উচিত নয়।

সুপারমার্কেট চেইন, যার মধ্যে অনেকগুলি OHCHR ডাটাবেসে তালিকাভুক্ত, এবং Amazon.com এর মতোই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলি সরাসরি উপনিবেশগুলিতে কাজ করে, তাদের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখে, সম্প্রসারণবাদকে শক্তিশালী করে এবং বৈষম্যমূলক পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমে বর্ণবাদী কাঠামো ও প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

পেশা পর্যটন

লক্ষ লক্ষ লোকের বাসস্থান সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত প্রধান অনলাইন ভ্রমণ প্ল্যাটফর্মগুলি উপনিবেশগুলিকে টিকিয়ে রাখে এমন পর্যটন বিক্রি করে - দখল থেকে লাভবান হয়, ফিলিস্তিনিদের বাদ দেয়, বসতি স্থাপনকারীদের বর্ণবাদ প্রচার করে এবং উপনিবেশকে বৈধতা দেয়।

বুকিং হোল্ডিংস ইনকর্পোরেটেড এবং এয়ারবিএনবি, ইনকর্পোরেটেড ইজরায়েলি উপনিবেশগুলিতে সম্পত্তি এবং হোটেলকক্ষগুলিকে তালিকাভুক্ত করে। Booking.com ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে তার এই সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি করেছে - ২০১৮ সালে যা ২৬টি ছিল, ২০২৩ সালের মে মাসের মধ্যে ৭০টিতে পৌঁছেছে - এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরের পরের বছরে পূর্ব জেরুজালেমে তাদের এই তালিকা তিনগুণ বাড়িয়ে ৩৯টিতে পৌঁছেছে। Airbnb ২৩ শতাংশ কমিশন সংগ্রহ করার মাধ্যমে তার উপনিবেশিক মুনাফাও কালক্রমে বাড়িয়েছে; ২০১৬ সালে ১৩৯টি যাদের হোটেল কক্ষ ছিল, ২০২৫ সালে ৩৫০টিতে পৌঁছেছে। এই তালিকাগুলি জমিতে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার সীমিত করার এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিকে বিপন্ন করার সাথে সম্পর্কিত। তেকোয়াতে, Airbnb উপনিবেশ স্থাপনকারীদের একটি 'উষ্ণ এবং প্রেমময় সম্প্রদায়' তৈরিতে সহায়তা করে, পার্শ্ববর্তী ফিলিস্তিনি গ্রাম তুকুতে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হিংসাকে বৈধতা দেয়।

Booking.com এবং Airbnb ২০২০ সাল থেকে OHCHR ডাটাবেসে রয়েছে। Booking.com সম্পত্তিগুলিকে 'ফিলিস্তিনি অঞ্চল, ইজরায়েলি বসতি' হিসাবে

লেবেল করতে পারে, কিন্তু এটি উপনিবেশগুলি থেকে ক্রমাগত লাভবান হতে থাকে এবং নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রের দ্বারা বেআইনি অর্থ পাচারের জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়। Airbnb ২০১৮ সালে অল্পকিছু অবৈধ উপনিবেশিক সম্পত্তিগুলিকে তালিকাবিযুক্ত করে। যদিও চাপের মুখে পাল্টি খায়, এখন 'মানবিক' উদ্দেশ্যে তারা উপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় মুনাফা করে।

উপনিবেশিক ক্ষমতায়ন

ক্ষমতাবান আর্থিক, গবেষণা, আইনি, পরামর্শকারী, মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির একটি তালিকা দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞান, বর্ণনা, দক্ষতা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপনকারী দখলদারি বজায় রাখার সঙ্গে জড়িত, গণহত্যার মোডে পরিচালিত অর্থনীতিকে সমর্থন, সমৃদ্ধ এবং স্বাভাবিক করে চলেছে। বর্তমান বিভাগে কেবল দুটি মূল ক্ষমতাবানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যথা: আর্থিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্র।

মানবাধিকার লঙ্ঘনে অর্থায়ন/বিনিয়োগ

বিভিন্ন আর্থিক কেন্দ্র ইজরায়েলি দখলদারি এবং বর্ণবাদের পিছনে রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ তহবিল সরবরাহ করে, যদিও এই ক্ষেত্রের অনেক কোম্পানি দায়িত্বশীল বিনিয়োগের নীতিমালা এবং জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্টের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় বাজেটের অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে, ট্রেজারি বন্ড গাজায় চলমান আক্রমণের পিছনে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইজরায়েলি সামরিক বাজেট ৪.২ শতাংশ থেকে জিডিপির ৮.৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনসাধারণের বাজেটকে ৬.৮ শতাংশ ঘাটতিতে নিয়ে গেছে। ইজরায়েল তার বন্ড ইস্যু বৃদ্ধি করে এই বাজেটে ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ৮ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের কিছু বৃহৎ ব্যাংক, যার মধ্যে রয়েছে BNP Paribas এবং Barclays এই আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ট্রেজারি বন্ডগুলিকে আন্ডাররাইট করে

বাজারের আস্থা বাড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছে, যার ফলে ইজরায়েলকে ক্রেডিট ডাউনগ্রেড সত্ত্বেও সুদের হারের প্রিমিয়াম নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম দেখা গিয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা - যার মধ্যে রয়েছে Blackrock [৬৮ মিলিয়ন ডলার], Vanguard [৫৪৬ মিলিয়ন ডলার] এবং Allianz-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা সহায়ক সংস্থা PIMCO [৯৬০ মিলিয়ন ডলার] ৩৬টি দেশের কমপক্ষে ৪০০ বিনিয়োগকারীর মধ্যে ছিল যারা এগুলি কিনেছিল। ইতিমধ্যে Development Corporation for Israel [অর্থাৎ Israel Bonds] বিদেশী বেসরকারী ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের জন্য ইজরায়েল সরকারের কাছে একটি বন্ড সলিসিটেশন পরিষেবা প্রদান করে। Development Corporation for Israel ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরায়েলে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার প্রেরণের জন্য তার বার্ষিক বন্ড বিক্রয় তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে। বিনিয়োগকারীদের ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী এবং উপনিবেশগুলিকে সমর্থনকারী দাতব্য সংস্থাগুলিতে বন্ড বিনিয়োগের উপর রিটার্ন পাঠানোর বিকল্প প্রদান করছে।

এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোটি কোটি ডলার ট্রেজারি বন্ড - ইজরায়েলি দখলদারি ও গণহত্যার সাথে সরাসরি জড়িত কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তর করে। ব্ল্যাকরক [এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান iShares] এবং ভ্যানগার্ড - অনেক কোম্পানির বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অন্যতম, যারা তাদের মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইলেকট্রনিকভাবে ট্রেডেড ফান্ড [ETF] -এর সূচকের মধ্যে বিতরণের জন্য এই শেয়ারগুলি ধারণ করে। ব্ল্যাকরক প্যালান্টিরে [৮.৬ শতাংশ], মাইক্রোসফট [৭.৮ শতাংশ], অ্যামাজন [৬.৬ শতাংশ], অ্যালফাবেট [৬.৬ শতাংশ] এবং আইবিএম [৮.৬ শতাংশ] দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও লকহিড মার্টিনে [৭.২ শতাংশ] এবং ক্যাটারপিলার [৭.৫ শতাংশ] তৃতীয় বৃহত্তম; এছাড়া ভ্যানগার্ড ক্যাটারপিলার [৯.৮ শতাংশ], শেভরন [৮.৯ শতাংশ] এবং প্যালান্টির [৯.১ শতাংশ] বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং লকহিড মার্টিন [৯.২ শতাংশ] এবং এলবিট সিস্টেমও [২.০ শতাংশ] আছে। তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা বিশ্ববিদ্যালয়, পেনশন তহবিল এবং সাধারণ মানুষকে জড়িত করে, যাদের তহবিল এবং বিশেষত ইলেকট্রনিকভাবে ট্রেড করা তহবিল কিনে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়ের নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগ করে। তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য এই কোম্পানিগুলি প্রায়শই FTSE All-World ex-US, J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS এবং MSCI ACWI UCITS -এর মতো বেঞ্চমার্ক সূচকের উপর নির্ভর করে, যা আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি করা হয়।

Allianz এবং AXA সহ বিশ্বব্যাপী বীমা কোম্পানিগুলি মূলত রিটার্ন তৈরি করার জন্য আংশিকভাবে নীতিনির্ধারণ এবং উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মূলধন রিজার্ভ হিসাবে উপনিবেশিক দখল এবং গণহত্যার সাথে জড়িত শেয়ার

এবং বন্ডে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে। Allianz কমপক্ষে ৭.৩ বিলিয়ন ডলার নিয়োগ করে এবং AXA কিছু বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও এখনও বর্তমান প্রতিবেদনে উল্লেখিত ট্র্যাক করা কোম্পানিগুলিতে কমপক্ষে ৪.০৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। তাদের বীমা পলিসিগুলি ইজরায়েল এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে কাজ করার সময় অন্যান্য কোম্পানিগুলি যে ঝুঁকি নেয় তাকেও লঘু করে, যার ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কমিশন এবং 'কর্মক্ষম পরিবেশকে ঝুঁকিমুক্ত' করা সম্ভব হয়।

সার্বভৌম সম্পদ এবং পেনশন তহবিলও এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়নকারী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, নরওয়েজিয়ান সরকারি পেনশন তহবিল, দাবি করে যে তাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক নীতিগত নির্দেশিকা রয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ সালের পর এই তহবিল ইজরায়েলি কোম্পানিগুলিতে তার বিনিয়োগ ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১.৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ এই তহবিলের ১২১.৫ বিলিয়ন ডলার – যা তার মোট মূল্যের ৬.৯ শতাংশ ছিল – শুধুমাত্র বর্তমান প্রতিবেদনে উল্লেখিত কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। Caisse de dépôt et placement du Québec, যা ছয় মিলিয়ন কানাডিয়ানের জন্য পেনশন তহবিলে ৪৭৩.৩ বিলিয়ন ক্যানাডিয়ান ডলার [৩২৮.৯ বিলিয়ন ডলার] নিয়োগ করে, বর্তমান প্রতিবেদনে উল্লেখিত কোম্পানিগুলিতে প্রায় ৯.৬ বিলিয়ন ক্যানাডিয়ান ডলার [৬.৬৭ বিলিয়ন ডলার] বিনিয়োগ করেছে, তার টেকসই বিনিয়োগ নীতি এবং মানবাধিকার নীতি সত্ত্বেও। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এটি লকহিড মার্টিনে তার বিনিয়োগ প্রায় তিনগুণ, ক্যাটারপিলারে চারগুণ এবং এইচডি হুন্ডাইতে ১০ গুণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে।

আর্থিক ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলি ঋণের মাধ্যমে এবং তাদের ঋণ আন্ডাররাইটিং করে তহবিল অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় যাতে তারা এটি ব্যক্তিগত বন্ড বাজারে বিক্রি করতে পারে। ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, বিএনপি পরিবাস ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহকারী অস্ত্রশিল্পের শীর্ষস্থানীয় ইওরোপিয় অর্থায়নকারী সংস্থা ছিল, যারা লিওনার্দোকে ৪১০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করেছিল, অন্যান্যদের মধ্যে OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির জন্য ৫.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ এবং আন্ডাররাইটিং প্রদান করেছিল। একইভাবে ২০২৪ সালে, বার্কলেস OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ এবং আন্ডাররাইটিং প্রদান করেছিল, যারা লকহিড মার্টিনকে ৮৬২ মিলিয়ন ডলার এবং লিওনার্দোকে ২২৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও আন্ডাররাইটিং প্রদান করেছিল।

এই প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আর্থিক উপদেষ্টা কোম্পানি এবং দায়িত্বশীল বিনিয়োগ সংস্থাগুলির পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রশাসনিক [ESG] বিনিয়োগের

মূল্যায়নে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ঘটমান মানবাধিকার লঙ্ঘনকে বিবেচনা না করার পক্ষপাতে শক্তিশালী। এটি ইজরায়েলি সরকারি বন্ড এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত কোম্পানিগুলির শেয়ারে বিনিয়োগের সাথে সাথে দায়িত্বশীল/নৈতিক বিনিয়োগ তহবিলগুলিকে ইজরায়েলের উপনিবেশিক স্বার্থে প্রযুক্ত হতে সহযোগিতা করে।

এই সম্পূর্ণ পরিবেশ, গাজায় আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে তেল আবিব স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মার্কিন ডলার-সমতুল্য ইকুইটি মূল্যে রেকর্ড ১৭৯ শতাংশ মুনাফা বাড়িয়েছে, যা ১৫৭.৯ বিলিয়ন ডলার লাভে রূপান্তরিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য দাতব্য সংস্থাগুলি দখলীকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড সহ অবৈধ প্রকল্পগুলির মূল আর্থিক ক্ষমতায়নকারী হয়ে উঠেছে, প্রায়শই কঠোর নিয়ন্ত্রক দাতব্য কাঠামো সত্ত্বেও এরা বিদেশে কর ছাড় পায়। ইহুদি জাতীয় তহবিল [KKL-JNF] এবং এর ২০ টিরও বেশি সহযোগী সংস্থা উপনিবেশ স্থাপনকারী সম্প্রসারণ এবং সামরিক প্রকল্পগুলিতে তহবিল প্রদান করে। অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে ইজরায়েলে গিভসের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ৩২টি দেশে ইজরায়েলি সামরিক ইউনিট এবং উপনিবেশ স্থাপনকারীদের জন্য কর-ছাড়যোগ্য ক্রাউডফান্ডিং যোগাড় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ইজরায়েলি সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান বন্ধুরা ডাচ খ্রিস্টান ইজরায়েলের জন্য বিশ্বব্যাপী সহযোগীদের থেকে ২০২৩ সালে ১২.২৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদাম করেছে। উপনিবেশকে সমর্থনকারী এমন বিভিন্ন প্রকল্পে, যার মধ্যে বসতি স্থাপনকারীদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

জ্ঞান উৎপাদন এবং লঙ্ঘনের বৈধতা

ইজরায়েলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি - বিশেষ করে আইন স্কুল, প্রত্নতত্ত্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের অধ্যয়ন বিভাগ - বর্ণবাদের আদর্শিক ভারা তৈরিতে অবদান রাখে, রাষ্ট্রবাদী আখ্যান গড়ে তোলে, ফিলিস্তিনি ইতিহাস মুছে ফেলে এবং দখলদারিকে ন্যায্যতা দেয়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগগুলি এলবিট সিস্টেমস, ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ, আইবিএম এবং লকহিড মার্টিন সহ ইজরায়েলি সামরিক এবং অস্ত্র ঠিকাদারদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং তাই নজরদারি, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নগর যুদ্ধ এবং আক্রমণ ও হত্যার সরঞ্জাম তৈরিতে অবদান রাখে যা ফিলিস্তিনিদের উপর কার্যকরভাবে পরীক্ষা করা হয়।

নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের অকাদেমিগুলি ফিলিস্তিনিদের সরাসরি ক্ষতি করে এমন ক্ষেত্রগুলিতে ইজরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে, ল্যাবগুলি ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা অর্থায়িত অস্ত্র এবং নজরদারি গবেষণা পরিচালনা করে - যেটি ইনস্টিটিউটের একমাত্র বিদেশী অর্থনির্ভর সামরিক গবেষণা। উল্লেখযোগ্য ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ড্রোন ঝাঁক নিয়ন্ত্রণ। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইজরায়েলি আক্রমণের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য - অনুসরণ অ্যালগরিদম এবং জলের নিচে নজরদারি। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউট ইজরায়েলের দলগুলির সাথে শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করার জন্য একটি লকহিড মার্টিন বীজ তহবিল পরিচালনা করেছিল। ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এলবিট সিস্টেমস ইনস্টিটিউটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিয়াজোঁ প্রোগ্রামের সদস্যপদ লাভের জন্য অর্থ প্রদান করেছে, যার ফলে এইসব গবেষণার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

ইওরোপিয় কমিশনের হরাইজন ইওরোপ প্রোগ্রাম সক্রিয়ভাবে ইজরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতা করে, যার মধ্যে বর্ণবাদ এবং গণহত্যার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিও রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ইওরোপিয় কমিশন ইজরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ২.১২ বিলিয়ন [২.৪ বিলিয়ন ডলার] এর বেশি অনুদান দিয়েছে, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ আরো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ইওরোপিয় অকাদেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি এ থেকে লাভবান হচ্ছে এবং আরও শক্তিশালী হচ্ছে। মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ইসি হরাইজন তহবিলে ১৯৮.৫ মিলিয়ন [২১৮ মিলিয়ন ডলার] পেয়েছে, যার মধ্যে ইজরায়েলি অংশীদার, সামরিক এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সাথে ২২ রকম উদ্যোগ সহযোগিতার জন্য ১১.৪৭ মিলিয়ন [১২.৬ মিলিয়ন ডলার] পেয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ গাজায় ব্যবহৃত সামরিক ড্রোনের সাথে প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তির জন্য যৌথভাবে সবুজ হাইড্রোজেন রিফুয়েলিং –এর জন্য ৮৬৮,৪১৬ বিলিয়ন ডলার পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি আইবিএম ইজরায়েলের সাথে অংশীদারিত্ব করে – যা আইবিএম ইজরায়েল হরাইজন তহবিলে প্রাপ্ত ৮.৫২ মিলিয়ন ডলারের অংশ হিসাবে ক্লাউড এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক ইজরায়েলি জনসংখ্যা নিবন্ধন পরিচালনা করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি 'নিরবচ্ছিন্ন নগর গতিশীলতা' বিষয়ক ১১.৭১ মিলিয়ন ডলার প্রকল্পেও সহযোগিতা করে যার মধ্যে জেরুজালেম পৌরসভা নগর পরিবহনের মাধ্যমে সংযুক্তিকরণকারী একটি শহর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইজরায়েলি অংশীদাররা এই অংশীদারিত্বে যে অবদান রাখে তা থেকে তাদের অর্জিত এবং ব্যবহৃত সবটুকুই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত। অক্টোবর ২০২৩ পরবর্তী উত্তেজনা সত্ত্বেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই ইজরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। অনেক ব্রিটিশ

উদাহরণের মধ্যে একটি হল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় - চারটি প্রযুক্তি জায়ান্ট - অ্যালফাবেট, অ্যামাজন, মাইক্রোসফ্ট এবং আইবিএম -তে প্রায় ২৫.৫ মিলিয়ন পাউন্ড [৩১.৭২ মিলিয়ন ডলার] [তার তহবিলের ২.৫ শতাংশ] —এর অংশীদার; যারা ইজরায়েলি নজরদারি যন্ত্রপাতি এবং চলমান গাজা ধ্বংসযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় বিনিয়োগের মাধ্যমে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এটি বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এআই এবং ডেটা সায়েন্স ল্যাবের মাধ্যমে লিওনার্দো এস.পি.এ. এবং বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ ইজরায়েলি সামরিক অভিযানে সহায়তাকারী সংস্থাগুলির সাথেও অংশীদারিত্ব করে, যারা ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণের সাথে সরাসরি সংযুক্ত গবেষণার দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।

বর্তমান প্রতিবেদনের বিশ্লেষণটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ছাত্র এবং কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকে স্বীকার করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে বিক্ষোভকারীদের উপর বিশ্বব্যাপী দমন-পীড়নকে নতুন ভাবে দেখায়: যা স্বভাবতই ইজরায়েল এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামরিক স্বার্থরক্ষাকারী কথিত ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে আরও সম্ভাব্য প্রেরণাদায়ক বলে মনে হয়।

উপসংহার

গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চলাকালে এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে আক্রমণ বাড়তে থাকার এই সময়ে বর্তমান প্রতিবেদনটি দেখায় যে কেন ইজরায়েল কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে: কারণ এটি অনেকের জন্য লাভজনক। গণহত্যায় পরিণত দখলদারিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর আলোকপাত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে যে কীভাবে চিরস্থায়ী দখলদারিত্ব অস্ত্র প্রস্তুতকারক এবং বৃহৎ প্রযুক্তির জন্য আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে - এইভাবে সীমাহীন সরবরাহ এবং চাহিদা, সামান্য তদারকি এবং শূন্য জবাবদিহিতার সুবিধায় বিনিয়োগকারী এবং সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধে লাভবান হয়। অনেক প্রভাবশালী কর্পোরেট সংগঠন ইজরায়েলি বর্ণবাদ এবং সামরিকতাবাদের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে আর্থিকভাবে আবদ্ধ থাকে।

অক্টোবর ২০২৩ সালের পর, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ হওয়ার সাথে সাথে একই সময়ে চাহিদা, উৎপাদন এবং ভোক্তাদের আস্থা হ্রাস পাচ্ছে যখন, বড় কর্পোরেশনগুলির একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ইজরায়েলি অর্থনীতিকে

সমর্থন করেছে। ইজরায়েলের গণহত্যার অস্ত্রাগারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র-কোম্পানিগুলির মধ্যে ব্ল্যাকরক এবং ভ্যানগার্ড বৃহত্তম বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। প্রধান বৈশ্বিক ব্যাংকগুলি ইজরায়েলি ট্রেজারি বন্ডের আন্ডাররাইটার হয়েছে, যা এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য অর্থায়ন করছে এবং বৃহত্তম সার্বভৌম সম্পদ ও পেনশন তহবিলের গণহত্যামূলক অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি সঞ্চয় বিনিয়োগ করছে; একই সাথে তারা নীতিগত নির্দেশিকা মেনে চলার দাবিও করছে।

অস্ত্র কোম্পানিগুলি ইজরায়েলকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে প্রায় রেকর্ড মুনাফা অর্জন করেছে যা কার্যত অরক্ষিত বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে চলেছে। বিশ্বব্যাপী নির্মাণ সরঞ্জাম জায়ান্টদের যন্ত্রপাতি গাজাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, ফিলিস্তিনিদের জীবন পুনর্গঠনকে বিধ্বস্ত করেছে। নিষ্কাশন শক্তি এবং খনি গোষ্ঠীগুলি বেসামরিক শক্তির উৎস সরবরাহ করার সময় ইজরায়েলের সামরিক এবং জ্বালানি অবকাঠামোগুলিকে ইন্ধন জুগিয়েছে যা উভয়ই ফিলিস্তিনি জনগণকে ধ্বংস করার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এবং আজ গণহত্যা যখন আরো তীব্রতর হচ্ছে, পূর্ব জেরুজালেম সহ ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে হিংসাত্মক সম্প্রসারণবাদের অদম্য প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কৃষি ব্যবসা এখনও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগের সাথে সম্প্রসারণ বজায় রেখেছে। বৃহত্তম অনলাইন পর্যটন প্ল্যাটফর্মগুলি ইজরায়েলি উপনিবেশগুলিকে অবৈধ ভাবে স্বাভাবিক করে চলেছে। বিশ্বব্যাপী সুপারমার্কেটগুলি ইজরায়েলি পণ্য মজুদ করে চলেছে; আর বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গবেষণা নিরপেক্ষতার আড়ালে গণহত্যামূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত অর্থনীতি থেকে লাভবান হতে থাকছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা কাঠামোগতভাবে উপনিবেশ স্থাপনে সহযোগিতা এবং সেইসব তহবিলের উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবসাগুলি গণহত্যা অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া, এরা নিরপেক্ষ নয়। বর্ণবাদী পুঁজিবাদের আদর্শগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইঞ্জিন ইজরায়েলি উচ্ছেদ-বিস্থাপন দখলদারিত্বের অর্থনীতিকে গণহত্যার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। এটি একটি 'যৌথ অপরাধমূলক উদ্যোগ', যেখানে একজনের কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে এমন অর্থনীতিতে অবদান রাখে যা এই গণহত্যার প্রক্রিয়াকে চালিত করে, সরবরাহ করে এবং ক্ষমতাবান করে।

বর্তমান প্রতিবেদনে নাম করা সংগঠনগুলি যদি যথাযথ উপায়ে কাজ করত, তাহলে কর্পোরেট সংস্থাগুলি অনেক আগেই ইজরায়েলের সাথে গণহত্যায় জড়িত থাকা বন্ধ করে দিত। আজ, জবাবদিহিতার দাবি আরও জরুরি কারণ আজ আমরা দেখছি যেকোনো বিনিয়োগ গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে প্রত্যক্ষ ভাবে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইজরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশিক উদ্যোগ থেকে ব্যবসায়িক এবং মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা যাবে না, আন্তর্জাতিক আদালত একে সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্তভাবে মেনে চলবার নির্দেশ দিয়েছে। দখলদারিত্ব এবং বর্ণবাদের অবসান ও ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলের সাথে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সমস্ত সম্পর্ক রহিত করতে হবে। গণহত্যা বন্ধ করার এবং এর ভিত্তি স্থাপনকারী বর্ণবাদী পুঁজিবাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য কর্পোরেট সেক্টর ও এর নির্বাহীদের কাঠগোড়ায় তোলা আবশ্যক।

সুপারিশ

এই প্রতিবেদনের প্রতিবেদক ফ্রান্সেস্কো আলবানিজ - সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন:

[ক] ইজরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ণ-অস্ত্র/সমর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যার মধ্যে সমস্ত বিদ্যমান চুক্তি এবং প্রযুক্তি ও বেসামরিক ভারী যন্ত্রপাতির মতো দ্বিমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত;

[খ] সমস্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং বিনিয়োগ সম্পর্ক স্থগিত করা বা প্রতিরোধ করা এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য বিপন্ন হতে পারে এমন কার্যকলাপে জড়িত সংগঠন ও ব্যক্তিদের উপর সম্পদ বাজেয়াপ্তি সহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা;

[গ] জবাবদিহিতা কার্যকর করা, আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনে জড়িত থাকার জন্য কর্পোরেট সংগঠনগুলিকে আইনি পরিণতির সম্মুখীন করার নিশ্চিতিকরণ।

প্রতিবেদক কর্পোরেট সংগঠনগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

[ক] আন্তর্জাতিক কর্পোরেট দায়িত্ব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আইন অনুসারে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, অবদানকারী এবং ঘটানো সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে;

[খ] ফিলিস্তিনি জনগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

প্রতিবেদক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং জাতীয় বিচার বিভাগগুলিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটন এবং সেই অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ পাচারে তাদের ভূমিকার জন্য কর্পোরেট নির্বাহী এবং/অথবা কর্পোরেট সংগঠনদের তদন্ত এবং বিচার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবেদক জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লেখেন:

[ক] ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক আদালতের উপদেষ্টাদের মতামত মেনে চলা;

[খ] ইজরায়েলি বেআইনি দখলদারিতে জড়িত সমস্ত সংগঠনকে OHCHR ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। OHCHR ওয়েবসাইট সঠিকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে।

ফ্রান্সেসকা আলবানিজ প্রতিবেদনকারী হিসাবে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, আইনজ্ঞ, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিকদের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ইজরায়েলকে বয়কট, বিচ্ছিন্নতা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ফিলিস্তিনের পক্ষে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান। তার মতে একমাত্র সারা বিশ্বের মানুষই একজোট হয়ে এই অকথ্য অপরাধের অবসান ঘটাতে পারে। বর্তমান প্রতিবেদনটি একটি অস্থির সময়ে লেখা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সংস্থা ও রাষ্ট্রগুলিকে এইসব নৃশংসতার জন্য জরুরি জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচারের দায় নিতে হবে যা গণহত্যায় পর্যবসিত দখলদারিত্বের অর্থনীতি বজায় রাখে এবং একইসাথে মুনাফাবান ও ক্ষমতাবান হয়ে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনি ব্যবস্থা উপনিবেশিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও আগামীতে কী হতে চলেছে তা আমাদের সকলের উপরেই সমানভাবে নির্ভর করবে।

উত্তরকথন

বিশ্বেন্দু নন্দ

দেশে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই কোম্পানির কিছু কর্মচারী অথবা তাঁদের অধীনে নিযুক্ত কিছু লোক অনেক কিছু নতুন নতুন ব্যাপার শুরু করে দেয়। পূর্ব থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে দেয়। - ক্লাইভের উত্তরসূরী গভর্নর ভ্যানসিটার্ট

শুল্ক না দিয়েই যে বাণিজ্য চালানো হত, সেজন্য অকথ্য অত্যাচার চলত। ইংরেজ প্রতিনিধি বা গোমস্তারা মানুষকে জখম করেও সন্তুষ্ট না হয়ে যখনই নবাবের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করছেন মনে হতো তখনই তাদের বেঁধে শাস্তি দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর চড়াও হতেন। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের এই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ। - গভর্নর ভ্যানসিটার্ট-এর উত্তরসূরী ভেরেলস্ট

কলকাতার কুঠি থেকে কাশিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ কর্তাব্যক্তি, তাঁদের গোমস্তা, কর্মচারী ও দালাল সরকারের প্রত্যেক জেলাতেই রাজস্ব আদায়কারী সমাহর্তা, খাজনাবিলিকার, জমিদার ও তালুকদারের মত কাজ করছে এবং কোম্পানির পতাকা তুলে ধরে আমার কর্মচারীদের কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না। এ বাদেও, গোমস্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা প্রত্যেক জেলা, গঞ্জ, পরগণা এবং গ্রামে তেল, মাছ খড়, বাঁশ, চাল, ধান, সুপুরি, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা চালাচ্ছে। প্রত্যেকেই কোম্পানির একটা দস্তক হাতে নিয়ে নিজেকে কোম্পানির সমকক্ষ মনে করছে। - কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার নিয়ে কোম্পানির গভর্নরকে চিঠি নবাব মীর কাশিমের

প্রথম কথা হচ্ছে, যে সাম্রাজ্যবাদ আমরা আলোচনা করাছি, সেটা হচ্ছে ধনতন্ত্রের আমলের সাম্রাজ্যবাদ। এটা না বুঝলে নতুন সময়ের সাম্রাজ্যবাদকে বোঝা যাবে না। কারন তার আগেও অনেক সাম্রাজ্য হয়েছে, মোঘল সাম্রাজ্য হয়েছে, চন্দ্রগুপ্তও মৌর্য আফগানিস্তান অবধি অধিকার করেছিলেন, চোলরা ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সে সাম্রাজ্য লাভের জন্য তৈরি করা হয় নি। এখনকার, ইংল্যান্ডের যে সাম্রাজ্যবাদ, সেটা হচ্ছে লাভের জন্য - পাওয়ার ফর প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট ফর পাওয়ার। এইভাবে জিনিসটাকে বুঝতে হবে। এটা ভারতবর্ষ অধিকার করার আগেই ওখানেই উপনিবেশ ভেতরের থেকে তৈরি হয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দতে তারা সামন্ততন্ত্রকে ভাঙতে শুরু করলে। ভাঙ্গনটা শেষ হয়েছিল সিভিল ওয়ারের পরে, ১৬৪০ এর দশকে। তারপর

থেকেই সেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। - জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৯, অমিয় কুমার বাগচী সাক্ষাৎকার, অশেষ সেনগুপ্ত, বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ ২০২৩-এর মার্চে যাত্রাপথ তৈরির দিন থেকে পরিষ্কার বুঝেছিল, উপনিবেশ বিরোধী চর্চা, কর্পোরেট বিরোধী চর্চা উদ্যম চর্চাই উপনিবেশ বিরোধী চর্চা, কারন আজকের অন্তত দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি-অর্থনীতি বোঝার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে উপনিবেশের গর্ভে, উপনিবেশের তৈরি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয়, যে উপনিবেশকে অমিয় কুমার বাগচী বলছেন ইওরোপের সাপেক্ষে এবং পরিকল্পনায় ১৯০ বছরের স্ট্রাকাচারাল এডজাস্টমেন্টের যুগ [জ্ঞানগঞ্জ মনে করে সে যুগের রেশ আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসছে]।

২০২৪-২৫-এ রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ফিলিস্তিনে ১৯৬৭ থেকে ইজরায়েলি সেটলার কলোনি তৈরি করে গণহত্যা, লুঠ চালানো সমীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ফ্রানসেসকা আলবানিজের পেশ করা দ্বিতীয় পর্বের সমীক্ষা From economy of occupation to economy of genocide -এর প্রথম বাক্যাংশ Colonial endeavours and associated genocides have historically been driven and enabled by the corporate sector (ঔপনিবেশের উদ্যমে গণহত্যা ঐতিহাসিকভাবে কর্পোরেট সংস্থাগুলোই চালিয়েছে)-র সূত্র নির্দেশ করছেন Philip Sternএর Empire, Incorporated: The Corporations that Built British Colonialism কিতাব থেকে। ক্যাপিট্যালোসিনের সময়টিকে ধরতে গবেষকেরা যাত্রা শুরু করছেন উপনিবেশের সময় থেকেই; এই সময়ে অসাম্যের উৎস, চরিত্র বুঝতে চাওয়া অন্তত দুই নাম এখুনিই করতে পারি, আরও অনেকেই স্বাভাবিকভাবে থাকবেন – ২১ শতকে পুঁজি সংহত হওয়ার চূড়ান্ত সময়ে অসাম্য বুঝতে চাওয়া টমাস পিকেটি (Lucas Chancel (editor), Thomas Piketty (editor), Emmanuel Saez (World Inequality Report 2022) এবং পুঁজিবাদী আমলে আবির্ভূত চূড়ান্ত দারিদ্র বুঝতে চাওয়া জেসন হিকেল (Dylan Sullivan, Jason Hickel, Capitalism and extreme poverty: A global analysis of real wages, human height, and mortality since the long 16th century)।

জ্ঞানগঞ্জ মনে করে, সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম, বাংলার পাল রাজত্বকালে আরব দেশের ওপর ইসলামোফোবিক, লুঠেরা, গণহত্যাকারী ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়েছিল, তার অবসান হয় নি –তার ফল আজকের ফিলিস্তিনে জায়নবাদী গণহত্যা এবং বিশ্ব জোড়া ইওরোপিয়-আমেরিকিয় অনাচার, অভিচার। বর্তমান সময়ে ক্রুসেড এবং তার প্রভাবের আলোচনা এই উত্তরকথনের অংশ নয়, কিন্তু আমরা উল্লেখ করে গেলাম, চতুর্থ ক্রুসেডে ব্যর্থ হওয়ার বহু পরে এশিয়ার সব থেকে বড় অকর্পোরেটিয় বাজারের কন্সট্যান্টিনোপলের নিয়ন্ত্রণ হারানো আর কাছাকাছি সময়ে চৈনিক খোজা সেনাপতি জেং হি'র বিশালাকার জাঙ্ক বহর

নিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণবিন্দু পর্যন্ত কয়েকবার টহল দিয়ে আসার পরেও চিনা সাম্রাজ্যের সমুদ্র-বিরাগ আদতে আজকের উপনিবেশিক ক্যাপিট্যালোসন যুগের উদ্ভবের অন্যতম ভ্রূণ। ২৫০০ বছর ধরে এশিয়ার সঙ্গে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মেটানোর যে পথ খুঁজছিল ইওরোপ, সেটা সে পেয়েগেল পলাশীতে। পলাশী যে বিশ্ব অর্থনীতির পালাবদলের অন্যতম সূচনাবিন্দু - সেটা আমরা বাঙালিরা বুঝি কিনা জানি না।

ফিরি উপনিবেশ লুঠ গণহত্যা আর লভ্যাংশ আদায়ের বাখানে। এই ক্ষুদ্র উত্তরকথনে চুম্বকে দেখাব ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫তে বিশ্বের সব থেকে বড় পিপিপি প্রকল্পের ভাগিদার হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্যের হয়ে বাংলা বিহার ওডিসার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি দফতর সামলানোর দায়িত্ব পেয়ে। তার ৭ বছর আগে পলাশী চক্রান্তের সুবাদে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অন্তত তিন বছরের বাংলা/এশিয়ার মার্চেন্ডাইস কেনার অর্থ জোগাড় করে ফেলল মীর জাফরের প্রতিশ্রুতিসূত্রে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই প্রচেষ্টা পালটে দিল বিশ্ব অর্থনীতির গতপ্রকৃতি। এর পরে আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবসা করে কোনও দিনই বিশ্বের রূপো লুঠ করে বাংলার আনার দরকার হল না – এতে ধনী হল জায়নবাদী রাজনীতির স্রষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

প্রথমের তিন উদ্ধৃতি মূলত পলাশী আর দেওয়ানি পাওয়ার বছরগুলোর মধ্যেকার সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা, এবং ব্যক্তিগত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিষিদ্ধ দেশিয় ব্যবসায় বিপুল 'বেআইনি' উদ্বৃত্ত তৈরির পরিবেশে শাসকদের প্রতিক্রিয়া। এ সময় কোম্পানির আমলাদের এই নিষিদ্ধ উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ বাংলার ডাচ, ডেন, ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে জমা দিয়ে হুণ্ডি মার্ফৎ লন্ডনে পৌঁছত। অর্থাৎ বাংলার অর্থে শুধুই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা তার আমলারাই সমৃদ্ধ হল না, অন্য ইওরোপিয় কোম্পানিকেও ধনী করতে সহায়তা করল, বঙ্গ লুঠের সম্পদে, বাংলার বাজার দখল নিয়ে, বাংলার কারিগরদের ওপর বিপুল অত্যাচার চালিয়ে, ১ টাকার কারিগরি-কৃষি-শিল্প দ্রব্য ২৫ পয়সায় দখল প্রকল্প রূপায়ণে। বাংলায় হকার কারিগর চাষী ব্যবস্থায় বিশিল্পায়নের মুখড়া শুরু হচ্ছে কর্পোরেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর তার আমলা-গামলাদের যৌথভাবে পলাশীর পরের বিপুল লুঠের অর্থে আর উদ্যমে – ঠিক যেমনটা ঘটছে আজকের ফিলিস্তিনে যৌথ কর্পোরেট উদ্যোগে (এই উত্তরকথনের উপসংহার করব ফেসবুক থেকে পাওয়া বেআইনি তথ্য ঝাড়াইবাছাই করে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রথমবার জিতিয়ে আনা কেম্ব্রিজ এনালিটিকার আলেকজান্ডার নিক্সের পূর্বজর বাংলায় ব্যবসা সূত্রে)। ১৭৫৭য় প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক লুঠ, ১৭৬৫ থেকে প্রতি বছর প্রাতিষ্ঠানিক লুঠ (বছরে ন্যুনতম ২০ থেকে ৪০ লক্ষ পাউন্ড) এবং সেই অর্থ বিনিয়োগ করে আরও আরও বড় লাভ, পুঁজিবাদের প্রসার এবং উপনিবেশের বিস্তার।

আগেই বলেছি ২৫০০ বছরের বাণিজ্য ঘাটতি পলাশীতে হেঁটমুণ্ডউর্ধ্বপদ হল। ১৭৬৫ থেকে যে ২০২৫ পর্যন্ত গণহত্যা আর লুঠের রাজত্ব চালানো নীতি কাঠামো তৈরি করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আজ কর্পোরেটেরা সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করে। ১৭৬৫-তে বাংলায় বসে লন্ডনের স্টক মার্কেটে ইনসাইডার ট্রেডিং-এর পথ দেখাবেন বাংলার গভর্নর

ক্লাইভ এবং হেস্টিংস বাংলায় ছিয়াত্তরের গণহত্যার সময়ে আবিষ্কার করবেন ফরোয়ার্ড ট্রেডিং-এর মডেল — অর্থাৎ পুঁজিবাদী গণহত্যার সঙ্গে লুঠ চালানোর নীতি তৈরি হয়েছে এই বাংলাতে কর্পোরেট পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। ফিলিস্তিনে গত দুবছরে ৫৫০০০ মানুষ মেরে প্রফিটনির্ভর গণহত্যা আদতে ১৭৬৯-৭২-এর তিন বছরে ১ কোটি বাঙালি গণহত্যার রক্তেরাঙা হাতে ৩ কোটি বাঙালির গলায় গামছা দিয়ে সব থেকে বেশি রাজস্ব আদায়ের শেষতম কর্পোরেট প্রকল্প।

ফিরি উদাহরণে

উইলিয়াম হান্টার এনালস অব রুরাল বেঙ্গলে (গ্রাম বাংলার ইতিকথা, অনু অসীম চট্টোপাধ্যায়) তুলে আনছেন কোম্পানি আমলাদের চিঠি -

১৭৭০ সনের সারা বৎসর ব্যাপী মারাত্মক দুর্ভিক্ষের ফলাফল আমাদের আগের পত্রাবলীতে আপনাদের নিয়মিত জানানো হয়েছে, বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে জনসাধারণকেও অবহিত করা হয়েছে, সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য এবং আপনাদের কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির জন্য বাস্তব প্রতিটি ঘটনা ও ভাষার প্রতিটি কলাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে- আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষের এই দুর্ভোগে আমাদের দর্শক ও সাক্ষীমাত্র হতে হয়। কিন্তু করদাতা-দের ওপর ছাড়া রাজস্বের ওপর এর অন্য কোনো প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত - হয়নি, এমনকি অনুভূতও হয়নি; কারণ, যদিও রাজ্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিনষ্ট হয়েছে এবং ফলত চাষ আবাদ কমেছে, তথাপি ১৭৭১ সনের তুলনায়ও অধিক ছিল- মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগের বিগত চার বৎসরের নিম্নলিখিত হিসাব হইতে এইটি স্পষ্ট বোঝা যাবে -

১১৭৫ [ইং ১৭৬৮-৬৯]- প্রকৃত আদায় ১,৫২,৫৪,৮৫৬ :১:৪:৩

১১৭৬ [ইং ১৭৬৯-৭০]- দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী ঘাটতি বৎসর ১,৩১,৪৯,১৪৮:৬:৩:২

১১৭৭ [ইং ১৭৭০-৭১] - দুর্ভিক্ষ ও মড়কের বৎসর ১,৪০,০৬,০৩০ : ৭:৩:২

১১৭৮ [ইং ১৭৭১-৭২] - ১,৫৭,২৬,৫৭৬:১০:২:১ রাজস্বগত ত্রুটির অপরিহার্য কারণ জনিত সরকারের ক্ষতি বাবদ বাদ ৩,৯২,৯১৫: ১১ ১২:৩ = ১,৫৩,৩৩,৬৬০: ১৪:৯:২

ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার সময় প্রদেশের এই ছিল সাধারণ অবস্থা। পুস্তকের এই খণ্ডের বিশেষ বিষয় পশ্চিমের দুইটি দেশীয় রাজ্যও, অর্থাৎ বীরভূম ও বিষ্ণুপুরও, জাতীয় এই বিপর্যয়ের পূর্ণমাত্রায় শিকার হয়। দুর্ভিক্ষের চার বৎসর আগে ১৭৬৫ সনে প্রায় ছয় হাজার গ্রামীণ জনপদে চাষ হয়, চতুর্দিকে ভূমি-বিস্তারের মাঝে একেকটি ক্ষুদ্র গ্রাম নিয়ে প্রতিটি জনপদ গঠিত। ১১৬ দুর্ভিক্ষের তিন বৎসর পরে ক্ষুদ্র এই জনপদগুলির মাত্র চার হাজার ৫ শতটি টিকে থাকে। ১১৭ কৃষকেরা গ্রাম ত্যাগ করে নগরে পলায়ন করে, কিন্তু, বীরভূমের এক কর্মচারি ১৭৭১ সনে লেখেন, 'বড় শহরগুলিতেও এক-চতুর্থাংশ বাড়িতে বসবাস

করা হতো না'। ১১৮ পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ সনটি স্মরণীয়, কারণ এই বছর ওয়াবেন হেস্টিংস মুসলিম গৃহমন্ত্রী ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে জমির খাজনা নির্ধারণের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, এবং দুর্ধর্ষ এই ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের আশায় দেশীয় অধীনস্থ কর্মচারিরা জনপদগুলির সংখ্যা ১৭৭১-৭২ অপেক্ষা প্রায় একশতটি বাড়িয়ে দেখায়। ১১৯ কিন্তু প্রকৃত তথ্য গোপন করা যায়নি: জনশূন্যতা একনাগাড়ে ১১৮৫ সন পর্যন্ত চলে, এই সংখ্যা চার হাজার ৪ শত হয়, এবং ১৭৫৫ সনের ছয় হাজার সমৃদ্ধশালী জনপদের প্রায় পনেরো শত লোপ পায় ও সেই জমি জঙ্গলে পরিণত হয়। ১২০ যেগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি, সেগুলিতেই বহু বর্গমাইল উর্বরা জমি অনাবাদি থাকে এবং একের পর এক নায়েবের দল জনগণের নিকট হতে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়। ১৭৭২ সনে, পুরোনো চাষীরা মরীয়া হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিলে তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং বকেয়া খাজনার দায়ে কলকাতার ঋণগ্রস্তদের কারাগারে তাদের কয়েদ করা হয়। রাজস্ব নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে একই ঘটনা ঘটে; নায়েবদের খাজনা আদায়ে ব্যর্থতার কারণে রাজা ইংরেজদের কোষাগারে ভূমিরাজস্ব দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন এবং নায়েবদের নির্দয়ভাবে কয়েদ করা হয়। দুর্ভিক্ষের প্রায় ২০ বৎসর পর 'ব্রিটিশরা জেলার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণকালে, জেলগুলি বকেয়া খাজনাজনিত বন্দীতে পূর্ণ ছিল এবং কোনো বন্দীরই পুনর্মুক্তির কোনো আশা ছিল না। ১২১ এই অবস্থার জন্যে একমাত্র রাজাই দায়ী ছিলেন না। দেশ যখন প্রতিটি বৎসরের -সাথে আরো অধঃপতিত হচ্ছে, তখন ইংরেজ সরকার ক্রমাগত বর্ধিত খাজনা দাবি করতে থাকে। ১৭৭১ সনে আবাদি জমির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি সরকারি হিসাবে 'পরিত্যক্ত' বলে দেখানো হয়; ১২২ ১৭৭৬ সনে এই হিসাব সমগ্র আবাদি জমির অর্ধাংশেরও বেশি দাঁড়ায়, প্রতি সাত একর আবাদি জমির সাথে ৪ একর পতিত থাকে। ১২৩ অন্যদিকে কোম্পানির দাবি ১৭৭২ সনে ১০০০,০০০ পাউন্ডের কম হতে বেড়ে ১৭৭৬ সনে প্রায় ১১২০০০০ পাউন্ডে দাঁড়ায়। মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে সামরিক উৎপীড়ন দ্বারা গ্রামবাসীদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও দাবির অর্ধাংশের বেশি আদায় করা যায়না।

গণহত্যাকালে সেনা বাহিনীর জন্য শস্য সঞ্চয় করেছে কোম্পানির কর্তারা। হান্টার ওই বইএর পরিশিষ্টে আবারও তুলে আনছেন বাংলা সরকারের বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ, কিভাবে না খেতে পাওয়া বাংলা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক দানা শস্য

১৭৬৯ সনের ২৩ অকটোবরের [বাংলা সরকারের] আলোচনা- শস্যাভাবের কারণে সেনাবাহিনীর জন্য শস্য মজুত করতে হবে। ছয় মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ। যেসব অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য রয়েছে ও অনাবৃষ্টির প্রকোপ কম সেই-খান থেকে এই শস্য সংগ্রহ করতে হবে। পাটনা নগরীর প্রধান তথা প্রতিনিধি ৮০ হাজার মণ সংগ্রহ করবেন এর মধ্যে ৬০ হাজার মণ বহরমপুর ও পাটনা নগরীতে এবং ২০ হাজার মণ প্রেসিডেন্সিতে সেনাদলের জন্য প্রেরিত হবে। (বিঃ দ্রঃ পাটনা নগর হতে যখন এই সরবরাহ করা হয় তখন সেইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রপীড়িত জেলাগুলির অন্যতম।)

দরবারের প্রতিনিধি দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলা হতে ৪০ হাজার মণ সংগ্রহ করবেন- খেয়াল রাখতে হবে যেন স্থানীয় অভাব পূরণ করার পর অন্যত্র সর-বরাহ করা হয়। (বিঃ দ্রঃ যে পূর্ণিয়া হতে এই সরবরাহ করা হয়, পরবর্তী ছয় মাসে সেইখানের আধিবাসীদের 'এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিনষ্ট হয়।)

১৭৬৯ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচনা-শ্রমিকদের শস্তাদরে খাদ্য সরবরাহ করে কলিকাতায় নির্মীয়মাণ দুর্গের জন্য শ্রমিক পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কথিত যে, এই কাজে শস্য ব্যবসায়ীরা অসুবিধা সৃষ্টি করে।

১৯ হাজার মণ মজুত আছে (অর্থাৎ একটিমাত্র ব্রিগেডের তিন মাসের খোরাকিরও কম)। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আরো সরবরাহের প্রত্যাশা ছিল। দুর্গ নির্মাণে কর্মরত প্রত্যেককে মাথাপিছু দৈনিক ক্রয়মূল্যে এক সের চাউল ও বাকি পাওনা কড়িতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়; ফলে বাজারদর হতে শতকরা ৪০ ভাগ শস্তায় এইগুলি তারা পাবে। এই অনটন সম্ভবত আরো ৮ মাস অব্যাহত থাকবে ও এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।

শেষে কেমব্রিজ এনালিটিকার প্রাক্তন সিইওর পরিবারের উপনিবেশ যোগ

আলেকজান্ডার জেমস অ্যাশবার্নার নিক্স, এসসিএল গ্রুপের পরিচালক, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার প্রাক্তন সিইও। পারিবারিক শেকড় জুড়ে আছে অষ্টাদশ শতকের কলকাতায়। নিক্স পরিবার উনিশ শতকের ব্রিটিশ ব্যাংকিং সংগঠন ফুলার, ব্যানবেরি, নিক্স অ্যান্ড কোং-এর অন্যতম অংশীদার। জন অ্যাশবার্নার নিক্স ১৯১১-য় সাসেক্সের হাই শেরিফ। আলেকজান্ডার, তার সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন জর্জ অ্যাশবার্নার থেকে। আলেকজান্ডার জেমস অ্যাশবার্নার নিক্স-এর পরিবারের উল্লেখ রয়েছে বার্কের Genealogical and Heraldic History of the Landed Gentry বইতে। ১৮৬৫ সালে জন হেনিংস নিক্স ধনী ভারতীয় ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জর্জ অ্যাশবার্নারের (১৮১০-১৮৬৯) কন্যা সারা অ্যাশবার্নারকে (জন্ম ১৮৪৫ কলকাতায়) বিয়ে করেন; ১৮ শতকের মাঝামাঝি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশীর্বাদে অ্যাশবার্নার পরিবারের ধনী হল বম্বে-র শাসন কাঠামো আর কলকাতার ব্যবসা জগত সূত্রে। চার্লস জর্জ অ্যাশবার্নার নিক্স বিনিয়োগ ব্যাংকার পল ডেভিড অ্যাশবার্নার নিক্সের দাদা, এসসিএল গ্রুপের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার। আলেকজান্ডার জেমস অ্যাশবার্নার নিক্সও এসসিএল গ্রুপের পরিচালক এবং কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার প্রাক্তন সিইও। কেম্ব্রিজ এনালিটিকা বিখ্যাত হয় ট্রাম্পের নির্বাচনে ফেসবুকের তথ্য ডিকোড করে।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; চলতি পুথি ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলার রাষ্ট্রসংঘ সমীক্ষার ভাবানুবাদ

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫ । ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব
জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা
জ্ঞা ন গ ঞ্জ